Contents

নবম বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।৹

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।৹

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৬৮ বাং জুন-জুলাই, ১৯৬১ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সুরত আলফাতেহার তফসীর	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৫৫৫
২।	মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৫৫৯
৩।	কাবা শরীফ		মুঃ মীজানুর রহমান বি, এ, বি, টি	৫৬৪
৪।	আজিকার পৃথিবী	(কবিতা)	কাজী গোলাম আহমদ	৫৬৮
৫।	ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ	৫৬৯
৬।	মিসরের ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	ডক্টর আবদুল কাদের এম, এ	৫৭৫
৭।	ইসলাম ও আত্মশক্তি	(কবিতা)	মোঃ হাবিবুর রহমান এম, এ	৫৮২
৮।	মাসজিদের ইমামদের শিক্ষার মান, তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব		শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি,	৫৮৩
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৫৮৯
১০।	বর্ষ শেষের নিবেদন		মুহাম্মদ আবদুল বারী	৫৯৪
১১।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)		ক হইতে গ

দুইটি মূল্যবান পুস্তক

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পারতন্ত্র এবং বয়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমা... স্বতন্ত্র।

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহলেহাদীস কি? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফতর: ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের প্রতি

এই সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদীসের নবম বার্ষিক সফর শেষ হইল। আগামী সংখ্যা হইতে মরহুম হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী সাহেবের পবিত্র স্মৃতি বহন করিয়া তর্জুমান ইনশা আল্লাহ উহার ১০ম বর্ষের সফর শুরু করিবে।

সুদীর্ঘ নয় বৎসরে তর্জুমান ইস্‌লাম ও কওমের যে খিদমত আন্‌জাম দিয়া আসিয়াছে তার পিছনে তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের সহানুভূতি ও উৎসাহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরণা যোগাইয়াছে। আগামীবর্ষেও আমরা গ্রাহকগণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবনা, এই আশা আমরা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করি।

৯ম বর্ষের ১ম হইতে যাহারা গ্রাহক ছিলেন বর্তমান সংখ্যায় তাহাদের বার্ষিক চাঁদার মীয়াদ শেষ হইল। আশা করি এই সংখ্যা পাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ১০ম বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৬'৫০ ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা নিম্ন ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন। ভি, পিতে অতিরিক্ত ৩৭ পয়সা দণ্ড দিতে হয়। পত্রিকা পাঠাইতেও বিলম্ব ঘটে।

আল্লাহ না করুন, যদি কোন গ্রাহক আগামীতে পত্রিকার গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না রাখেন, তাহাহইলে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা উপকৃত হইব। যাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ নিষেধপত্র বা বার্ষিক চাঁদা পাওয়া যাইবেনা তাহাদের নিকট ক্রমিক নম্বর অনুসারে ১০ম বর্ষের ১ম সংখ্যা ভি, পি করা হইবে। এই অবস্থায় উহা গ্রহণ করা প্রত্যেক গ্রাহকের পক্ষে একটি নৈতিক দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইবে, ইচ্ছায় বা অবহেলায় ভি, পি, ফেরৎ দিয়া তবলীগে-ইস্‌লামের এই প্রতিষ্ঠানটিকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে তজ্জন্য আল্লাহর নিকট অবশ্যই দায়ী হইতে হইবে।

টাকা প্রেরণ অথবা ভি, পির অর্ডার প্রদানের সময় পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর এবং নূতন গ্রাহকগণ নূতন কথাটী লিখিতে ভুলিবেন না।

আরযমন্দ

ম্যানেজার, তর্জুমানুল-হাদীস
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড পোঃ রমনা ঢাকা—২

৩০শে জুন, ১৯৬১ ইং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

(৯ম বর্ষ, ১৯৬০—৬১ ইং, ১৩৬৭—৬৮ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক—আফতাব আহমদ রহমানী এম,এ

বর্ষসূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আ		
১। আঁ-হযরতের যুগে কুরআনের তদভীন ও তরতীব	আফতাব আহমদ রহমানী	২৫৩, ৪০৯, ৪৫৩, ৩১৭
২। আজকার পৃথিবী	কাজী গোলাম আহমদ	৫৬৮
৩। আলী ভ্রাতৃদ্বয়	(মরহুম) মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	২৯
৪। আসহাবুল উখদুদ	আফতাব আহমদ রহমানী	১৫৩
ই		
১। ইমাম তিরমিযী	মুনতাছির আহমদ রহমানী	২১
ইসলাম [illegible] নহে	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল গণি এম,এ,	১৩১, ১৮১, ২১৭, ২৬৯, ৩২১, ৩৬১, ৪৩০, ৫১৯, ৫৬৯
৩। ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ, ...	১৩৬, ১৫৮, ২০৫
৪। ইমাম গাজ্জালীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা	মেহরাব আলী বি,এ, ...	২২৬, ২৬১
৫। ইসলাম ও বহু ঈশ্বরবাদ	আবু তাহের রফিউদ্দীন আহমদ ...	২৮৪
৬। ইমাম নাসায়ী	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বি-এ, বি-টি,	৩২৭
৭। ইসলামের আদ[illegible]	সৈয়দ রশীদুল হাসান	৪২৭, ৫৩৪
৮। ইকবাল ও সুন্নতে-রসুল	ইবনে সিকান্দর	৫৪১
৯। ইসলাম ও আত্মশক্তি	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	৫৮২
ঈ		
১। ঈদ মুবারক	আফজল হোসেন	১৯২
২। ঈদ কুরবানের আবেদন ...	... ...	২৩৫

www.ahlehadeethbd.org

ও

১। ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী : প্রতিপক্ষের যবানী — মূল : স্যার উইলিয়ম হান্টার ... অনুবাদ : মওঃ আহমদ আলী, মেছাহেবনা ১৭, ৭৫, ১১৭, ১৭৫, ২২১, ২৬১

ক

১। কষ্টি পাথর — আফতাব আহমদ রহমানী ৩৫
২। কাবা শরীফ — মু: মিজানুর রহমান বি,এ, বি,টি, ... ৫৬
৩। কুরআনে নস্‌খ্‌ — আফতাব আহমদ রহমানী এম,এ, ... ৫
৪। কুরবানীর যুগান্তকারী আদর্শ — মুন্তাছির আহমদ রহমানী ২০১

গ

১। গৌতম বুদ্ধ ও কুরআনে বর্ণিত সাবেয়ী ধর্ম — সম্পাদক ৪৭৭

জ

১। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার ৪৫, ৯৭, ১৪৫, ১৯৩, ২৪১, ২৮৯, ৩৩৮, ৩৮৯, ৪৪১, ৪৯৩, ৫৪৭, ক--৭

ন

১। নবম বার্ষিক উপক্রমণিকা — মুন্তাছির আহমদ রহমানী ... ৩
২। নবুওতে মুহাম্মদীর সত্যতা — আবদুল হান্নান এম, এ, দ্বিতীয় বর্ষ ... ৪২১
৩। নবীর প্রতি — মহাম্মদ শাহজাহান ৪২৩
৪। নাইজেরিয়া ... . — মোহা: আযীমুদ্দীন এম,এ, বি,টি, ৪৩৪, ৪৬৫, ৫২৬

প

১। পাক-ভারত উপমহাদেশের কতিপয় হাদীসশাস্ত্র বিশারদ — আফতাব আহমদ রহমানী ৬১
২। প্রার্থনা — এ,বি, এম মজিবুর রহমান ... ৮২
৩। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস কাউন্সিল অধিবেশন — জেনারেল সেক্রেটারী ... ৪৩৬ ৪৮১,

ফ

ফাতেহাতুস্‌ সানাতিত্‌ তাসিয়া' ১

ব

১। বর্ষ শেষের নিবেদন — মুহাম্মদ আবদুল বারী ৫২৪
২। বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম — আফতাব আহমদ রহমানী এম,এ, ... ৩
৩। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তনে কোরানের দান — মো: মীযানুর রহমান বি,এ বি,টি, ৫৭,
৪। বাংলা গদ্য সাহিত্যে নব জীবনের সূচনা — আফতাব আহমদ রহমানী ... ৮৯

স

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ... .. ৪১, ৯৩, ১৪০, ১৮৬, ২৩৭, ২৪৯, ৩৩৬ ৩৮৫, ৪৩৮, ... ৪৯০, ৫৪৩, ৫৮৯

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স

২। সে কি আর আসিবেনা ফিরে? — মোঃ হাবিবুর রহমান ২৭৫
৩। সভাপতির অভিভাষণ — মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী ২৯৮, ৩৫৩, ৪০৫
৪। সমাধি ক্ষেত্র — এম, এনায়েতুল্লাহ ৩১৬
৫। সুরত আলফাতিহার তফসীর — শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম এম,এ, বি,এল, বি,টি, ... ৩৪৫, ৩৯৭, ৫০৭, ৫৫৫
৬। সত্যের অপলাপ — ইবনে আবদুল্লাহ ৩৭৭
৭। সতীত্বের তেজঃ — আ'ফতাব আহমদ রহমানী এম,এ, ৫৩৭

হ

১। হযরত আবুহুরায়রা সম্বন্ধে যবান দারাযী — ইবনে উমর রহমানী ১১
২। হাদীসের প্রামাণিকতা — এ, আহমদ, রিসার্চ স্কলার ... ৫৩, ১০৫
৩। হযরত আল্লামার শাহাদত কাহিনী — মূল: রাগেব আহসান এম,এ, ... ৩৮১, ৪২৪; অনুবাদঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান
৪। ... আল্লামার স্মরণে — আতাউল হক ২৭৪
৫। হিসাবঃ ১৯৫৯—৬০ সালের আয় ও ব্যয় ৫০৩

ম

১। মিসরের ইতিহাস — ডাঃ এম, আবদুল কাদের ২৫, ৬৯, ১২৫, ১৬৯, ২২৭, ৩১৩, ৪৭৩, ৫২৬, ৫৭৫
২। মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা — মুনতাছির আহমদ রহমানী ৩৯, ৮১, ১১৯, ১৬১, ২০৯, ২৭৬, ৩০৫, ৩৬৭, ৪১৩, ৪৫৭, ৫১১, ... ৫৫৯
৩। মসজিদের ইমামদের শিক্ষার মান, তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব — শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম এম,এ, বি,এল, বি,টি ৫৮৩
৪। মহাজির — এম, এ, কে, কাদেরী ১৩৫
৫। মাহে রমযান — আফতাব আহমদ রহমানী ৪৬৯

য

১। যরুরী ঘোষণা ২৯৭

র

১। রেজাল বা চরিত্র অভিধান শাস্ত্র — আফতাব আহমদ রহমানী ৩২৯
২। রামাযানের আবেদন ১০৫
৩। রমযানের সংযম সাধনা — আল-মুহাম্মদী ১২৩

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ	জুন-জুলাই ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, জিলহজ-মহর্‌রম ১৩৮০ হিঃ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৬৮ বংগাব্দ	দ্বাদশ সংখ্যা

প্রকাশ মহল: ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরত-আল্-ফাতিহার তফসীর

فصل الخطاب في تفسير ام الكتاب

শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি

(৬৩)

الضالين হাদীস খৃষ্টানদিগকে 'যাল্লুন্—পথহারা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টানদিগকে এই আখ্যা দেওয়া সম্পর্কে কুরআন মজীদ হইতে যে সকল যুক্তি সংগ্রহ করা যায় তাহা এই :—

১। খৃষ্টানগণ আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যেমন বিভ্রান্ত আল্লাহ তা'আলার রাসূল হযরত ঈসা (আ:র) প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ বিভ্রান্ত। এই কারণে আল্লাহ সম্বন্ধে এবং আল্লার রাসূল সম্বন্ধে তাহাদের ঈমান অস্পষ্ট ও ভ্রান্তিপূর্ণ। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব-হেতু খৃষ্টানগণ আল্লাহর অনুমোদিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই তাহাদিগকে পথহারা আখ্যা দেওয়া যথার্থ ও সঙ্গত হইয়াছে।

খৃষ্টানদের পর্বহারা হওয়ার যে বিবরণ কুরআন মাজীদে দেওয়া হইয়াছে তাহা এই :—

(ক) সূরা আল্‌মাইদার ১৭ এবং ৭২ আয়াতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকে, "আল্লাহ্ই হইতেছেন মারয়াম পুত্র মাসীহ— মারয়াম পুত্র মাসীহ ছাড়া আর অপর কেহই আল্লাহ নয়।" তাহাদের ঐ উক্তির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মাসীহ (আঃ)র রূপ ধরিয়া এ দুনিয়ায় আবির্ভূত হন।

(খ) সূরা আল্ মাইদারই ৭৩ আয়াতে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকে, "আল্লাহ তিন মা'বুদের একজন।" তাহাদের ঐ উক্তির তাৎপর্য এই যে, সূর্য বলিতে যেমন সূর্যের মণ্ডল আকার, তাহার কিরণ ও তাহার তাপ এই তিন বস্তুর সমষ্টি বুঝায়, সেইরূপ মা'বুদ বলিতে আল্লাহ তা'আলা, হযরত ঈসা (আঃ) ও জিবরাঈল (আঃ) এই তিন জনের সমষ্টি বুঝায়।

(গ) সূরা আত্ তাওবার ৩০ আয়াতে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকে, "মারয়াম-পুত্র মাসীহ আল্লাহ তা'আলার পুত্র।"

কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াত তিনটির ব্যাখ্যা দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সম্বন্ধে খৃষ্টানদের প্রকৃত ও যথার্থ জ্ঞান না থাকায় তাহারা তাহাদের মতবাদ প্রমাণ করিতে গিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সম্বন্ধে নানা প্রকার অসংলগ্ন ও উদ্ভট উক্তি করিয়া থাকে। তাহারা তর্কে পরাস্ত হইয়া তখন বলে "আল্লাহ তা'আলা হযরত 'ঈসা (আঃ)র সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি তাঁহার জনক, পিতা।" আবার কখন বলে, "আল্লাহ তা'আলাই হযরত 'ঈসা (আঃ) এবং হযরত 'ঈসা (আঃই) আল্লাহ।" আবার কখন বলে, আল্লাহ তা'আলা, হযরত 'ঈসা (আঃ) ও জিবরাঈল (আঃ) এই তিন জনের সমষ্টিই মা'বুদ অথবা এই তিন জনের প্রত্যেকেই মা'বুদ।"

আয়াত তিনটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, খৃষ্টানগণ তিন দলে বিভক্ত। তাহাদের এক দল প্রথম মতবাদে বিশ্বাসী, অপর এক দল দ্বিতীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং তৃতীয় দলটি তৃতীয় মতবাদে বিশ্বাসী।

উপরি উক্ত উভয় ব্যাখ্যাতেই এ কথা পরিষ্কার-ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এবং আল্লার রাসূল হযরত 'ঈসা আঃ সম্বন্ধে খৃষ্টানদের যথার্থ জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এবং তাঁহার রাসূল সম্বন্ধে সঠিক ঈমান যেহেতু 'আকাইদের মূল ভিত্তি এবং যেহেতু খৃষ্টানদের এই 'আকাইদের মূল ভিত্তিই ভ্রান্তি-পূর্ণ কাজেই তাহাদিগকে নাবীকারীম [সঃ] যে পথভ্রান্ত আখ্যা দিয়াছেন সেই আখ্যা তাহাদের পক্ষে যথাযোগ্য ও সঙ্গত হইয়াছে।

২। কুরআন মাজীদে উক্ত হইয়াছে যে, হযরত 'ঈসা [আঃ]র যুগের য়াহুদীগণ আল্লাহর রাসূল মারয়াম-পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া নাবী কারীম [সঃ]র যুগের আহলুল্ কিতাব সম্প্রদায় যে উক্তি করিয়া থাকে তাহা ভিত্তিহীন। তাহারা তাঁহাকে হত্যাও করে নাই, শূলবিদ্ধও করে নাই বরং তাহাদিগকে এ বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট করা হইয়াছিল—সূরা আন্নিসা, আয়াত—১৫৭।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত 'ঈসা [আঃ]র যুগের য়াহুদীগণ যখন দাবী করিয়াছিল যে, তাহারা হযরত ঈসা (আঃ) কে শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে তখন হযরত 'ঈসা (আঃ)র সহচরগণ তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্তী যুগের খৃষ্টানগণ যখন দেখিল যে, য়াহুদীদের ঐ ভিত্তিহীন দাবীকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে উহা খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের পক্ষে সহায়ক হইবে তখন তাহারা য়াহুদীদের ঐ মিথ্যা দাবীকে যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিল। ফলে, তাহারা ক্রুশ-চিহ্নকে তাহাদের ধর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া একটি জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে চরম সত্যরূপ দান করিল। এই ভাবে খৃষ্টানগণ আর এক দফা পথহারা আখ্যা পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল। আল্লাহ তা'আলা নিজ সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে হিদায়াৎ করুন। আমীন! সূরা ফাতিহা এইখানে সমাপ্ত হইল।

امين—'আমীন' শব্দটি সূরা ফাতিহার অংশও নয়, কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত কালামও নয়। এই কারণে 'আমীন' শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে লিখিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়না ; কিন্তু সূরা ফাতিহা-শেষে 'আমীন' পড়ার বিধান সহীহ হাদীস সমূহে পাওয়া যায় বলিয়া সূরা ফাতিহা পাঠান্তে 'আমীন' পড়া সুন্নত বলিয়া শারী'আতে গৃহীত হইয়াছে।

'আমীন' সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজনীয়।

(১) নামাযের বাহিরে সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পাঠান্তে পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে 'আমীন' বলা এবং সূরা ফাতিহা অনুচ্চস্বরে পাঠান্তে পাঠকের পক্ষে আমীন বলা।

(২) নামাযের মধ্যে ইমাম উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করিলে তাঁহার পক্ষে ও মুক্তাদীগণের পক্ষে 'আমীন' বলা ; এবং একাকী যেকোন নামায পড়িবার সময় সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা।

(৩) 'আমীন' উচ্চস্বরে বলা।

ইহা **প্রায় সর্ববাদীসম্মত** যে, নিম্নলিখিত তিন অবস্থায় 'আমীন' বলা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

(ক) নামাযের বাহিরে যদি কেহ উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পড়ে তবে তাহার পক্ষে ও শ্রোতার পক্ষে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা সুন্নাত।

(খ) নামাযের বাহিরে যদি কেহ অনুচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পড়ে তবে তাহার পক্ষে অনুচ্চস্বরে 'আমীন' বলা সুন্নতে মুআক্কাদাহ।

(গ) একাকী নামায পড়িবার সময় সূরা ফাতিহা পাঠান্তে 'আমীন' বলা সুন্নাত মু'আক্কাদাহ।

তারপর নামাযের মধ্যে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পাঠ করেন তখন ইমাম ولاالضالين পড়িবার পরে 'আমীন' বলিবেন কিনা এবং ইমাম 'আমীন' বলিলে তিনি তাহা উচ্চস্বরে বলিবেন কিনা এবং মুক্তাদী ঐ অবস্থায় কি করিবে সে সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সহীহ হাদীসসমূহ হইতে যে মতটি বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাই নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে।

১। সাহাবী وائل بن حجر (রাঃ) বলেন, আমরা [নাবী (দঃ)র পিছনে নামায পড়িবার সময়] নাবী (দঃ)কে غير المغضوب عليهم ولاالضالين পড়িবার পরে আমীন' বলিতে এবং আমীন বলিবার সময় তাঁহার স্বর দীর্ঘ করিতে শুনিয়াছি।—তিরমিযী।

২। সাহাবিয়া ام الحصين বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ)র পিছনে নামায পড়েন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন ولاالضالين বলিলেন তখন 'আমীন' বলিলেন এবং ام الحصين তাহা নিজে শুনিয়াছিলেন। —মুসনাদ ইমাম ইসহাক।

৩। ইব্‌ন-শিহাব যুহুরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) (নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে) 'আমীন' বলিতেন— বুখারী ও মুসলিম।

এই হাদীসগুলি হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম যখন নামাযে উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পড়িবেন তখন তাঁহার পক্ষে আমীন বলা সুন্নাত।

৪। আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন, "ইমাম যখন (সূরা ফাতিহা পাঠান্তে) 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও আমীন বল ; কারণ তোমাদের কেহ যখন (সূরা ফাতিহা পাঠান্তে) 'আমীন' বলে তখন ফিরিশ্‌তাগণ 'আমীন' বলিয়া থাকেন। অনন্তর ফিরিশ্‌তাদের 'আমীন' বলার (স্বরের) সঙ্গে তোমাদের কাহারও 'আমীন' বলা মিলিয়া যায় তবে তাহার পূর্বকৃত গুনাহ মাফ করা হয়।—বুখারী ও মুসলিম।

এই হাদীসগুলি হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম নামাযের মধ্যে যখনই সূরা ফাতিহা উচ্চঃস্বরে পড়িবেন তখনই তিনি 'আমীন' এমন স্বরে বলিবেন যেন তাঁহার পিছনের লোক তাঁহার 'আমীন' শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 'আমীন' বলিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। অধিকন্তু দ্বিতীয়টিতে দেখা যায় যে, বর্ণনাকারিণী পুরুষদের কাতারগুলির পিছনে দাঁড়াইয়া নামায পড়াকালে নাবী করীম (দঃ)র 'আমীন' বলা শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পক্ষে এমন উচ্চঃস্বরে 'আমীন' বলা সুন্নত যাহাতে দুই চারি কাতারের লোক ইমামের 'আমীন' শুনিতে পায়। ইহাই অধিকাংশ ইমাম ও মুহাদ্দিসের মাযহাব।

এই মতের বিরোধী দল বলেন যে, 'আমীন' মনে মনে বলা সুন্নাত। তাঁ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমর্থনে যে সকল দালীল প্রমাণ পেশ করিয়া থাকেন তাহাতে মনে মনে 'আমীন' বলা কোন ক্রমেই প্রমাণিত হয় না। তাহাতে বড় জোর অনুচ্চ স্বরে 'আমীন' বলার সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের প্রধান প্রমাণগুলি এই :

১। "তোমরা তোমাদের রব্বকে কাকুতি মিনতি সহকারে ও চুপে চুপে ডাক (ادعوا দু'আ কর)"—সূরা আল্ আ'রাফ, ৫৫ আয়াত এই আয়াতের দোহাই দিয়া তাঁহারা বলেন যে, 'আমীন' যেহেতু দু'আ বিশেষ কাজেই 'আমিন' চুপে চুপে বলিতে হইবে। এই প্রমাণটির দুর্বলতা এই যে, সূরা ফাতিহা একটি বিশিষ্ট দু'আ বলিয়া সূরা ফাতিহা কখনই উচ্চঃস্বরে পড়া সিদ্ধ হইতে পারে না অথচ অবস্থা বিশেষ সূরা ফাতিহা উচ্চঃস্বরে পড়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে তামাম ইমাম এক মত। কাজেই এ যুক্তি অচল।

২। "তুমি উচ্চঃস্বরেও দু'আ করিওনা, নিম্নস্বরেও দু'আ করিওনা বরং মধ্য পন্থা অবলম্বন কর"—সূরা বানী ইসরাঈল ১১০ আয়াত।

এই আয়াত দ্বারা মনে মনে আমীন বলা মোটেই প্রমাণিত হয় না।

৩। হাদীস—وخفض بها صوته অর্থাৎ নাবী কারীম (দঃ) 'আমীন' বলিবার সময় তাঁহার স্বর নীচু করিলেন। এই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই হাদীসটি উচ্চঃস্বরে 'আমীন' বলা সম্পর্কিত হাদীসটির সমকক্ষ নয় বলিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে অক্ষম। কাজেই এই হাদীসটি আমলযোগ্য হইতে পারে না।

তারপর তর্কের খাতিরে এই হাদীসটিকে 'আমলযোগ্য' স্বীকার করিলেও তাহা হইতে "মনে মনে আমীন বলা" প্রমাণিত হয় না। কারণ হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) যতখানি উচ্চঃস্বরে সূরা ফাতিহা পড়িয়াছিলেন তদপেক্ষা কিছু নিম্নস্বরে 'আমীন' বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাফসীর খাযিনের গ্রন্থকার তফসীর খাযিন গ্রন্থে এবং ইমাম বাগাবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন যে, ইমামের পক্ষে ولا الضالين পড়িবার পরে নিঃশ্বাস ভঙ্গ করিয়া 'আমীন' বলা সুন্নাত।

ফল কথা এই যে, ইমাম যখন নামাযে সূরা ফাতিহা উচ্চঃস্বরে পড়িবেন তখন তাঁহার পক্ষে তাঁহার স্বাভাবিক স্বরে 'আমীন' বলাই সুন্নাত।

আমীন সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন এই যে, মুকতাদীর আমীন বলার স্বরূপ কি হইবে।-

উল্লিখিত হাদীস সমূহে উক্ত হইয়াছে যে, মুকতাদীগণ 'আমীন' বলিবে (قولوا امين তোমরা বল 'আমীন')। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার মীমাংসা এই যে, মুকতাদীগণ তাহাদের সাধারণ কথা বলার মত স্বাভাবিক স্বরে 'আমীন' বলিবে। মাসজিদ ভরা মুকতাদী তাহাদের স্বাভাবিক স্বরে 'আমীন' টানিয়া টানিয়া বলিলে মাসজিদে গুঞ্জরণ ধ্বনি উত্থিত হইবে।

আমীন শব্দের অর্থ, (হে আল্লাহ) শুনুন, মনযুর করুন, কবুল করুন, ইহাই হউক, ইত্যাদি।

হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দাদেরে আপনার বাঞ্ছিত পথে চলিবার তাওফীক দান করুন। আমীন! আমীন! আমীন

আল্ হামদু লিল্লাহ সূরা ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত হইল।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছের আহমদ রহমানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪২৭) হযরত উম্মে ছলমা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আবু ছালমার মৃত্যুকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার (ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে কিন্তু) চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি উহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন চক্ষু তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। এই বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার পরিবারের কতিপয় লোক চীৎকার করতঃ কাঁদিতে লাগিল। হযরত বলিলেন, সাবধান তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল জনিত দোয়া করিওনা। কারণ তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাতে ফেরেশ্‌তারা আমীন বলিতেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, হে আল্লাহ আবু ছালমাকে ক্ষমা কর, হিদায়তপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার সম্মান বর্ধিত কর, তাঁহার কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত কর এবং তাঁহার পর তাঁহার উত্তম স্থলাভিষিক্ত (উত্থিত) কর।—মুসলিম।

قالت دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ابى سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لاتدعو على انفسكم الا بخير فان الملائكة تؤمن على ماتقولون ثم قال اللهم اغفر لابى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلف له فى قبره ونور له فيه واخلف له فى عقبه

৪২৮) জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীমের (দঃ) যখন তিরোধান ঘটিল তখন তাঁহাকে এমনের ডোরাবিশিষ্ট একখানা চাদরে আবৃত করিয়া রাখা হইল।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سجى ببرد حبرة

৪২৯) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবুবকর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহকে (দঃ) তাঁহার তিরোধানের পর চুম্বন করিয়াছিলেন।—বুখারী।

ان ابابكر قبل النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد موته

৪৩০) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, মু'মিনের আত্মা তাঁহার ঋণের সহিত ঝুলিয়া থাকে যতক্ষণ না সে ঋণ পরিশোধ করা হয়। —তিরমিযী এবং তিনি ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

৪৩১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে ইর্শাদ করিয়াছেন যে, তাহার বাহক উষ্ট্র হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে "তাহাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দান কর এবং দুইটি কাপড়ে তাহাকে দাফন কর[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فى الذى سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين .

১) এই ঘটনা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যক্তি আরফার ময়দানে রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত স্বীয় বাহনে আরোহিত ছিল। হঠাৎ সে পতিত হইয়া মারা যায়। রসূলুল্লাহর খিদমতে এই সংবাদ পৌঁছান হইলে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন। যেহেতু এই ব্যক্তি এহ্‌রাম অবস্থায় ছিল বিধায় দুই কাফনে সেই অবস্থায়ই তাহাকে দাফন করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে তাহার ইহ্‌রাম অবস্থায় দাফন করা মুস্‌তাহাব এবং সে প্রলয় দিবসে এই অবস্থায় উত্থিত হইবে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

قالت لما ارادوا غسل النبى صلى الله تعالى عليــه وسلم قالوا والله ماندرى نجرد رسول الله صلى الله تعالى عليـه وسلـم كما نجرد موتانا ام لا

৪৩২) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের পর যখন সাহাবাগণ তাঁহাকে গোসল প্রদানের ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, আমরা অন্যান্য মৃতদের ন্যায় রসূলুল্লাহকে (দঃ) বস্ত্রমুক্ত করিব কিনা? (এই বিষয় সাহাবাগণ পরস্পরে বিরোধ ঘটিলে তাহারা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এমনি সময় আল্লাহপাক তাঁহাদিগকে তন্দ্রায় অভিভূত করিয়া দিলেন। প্রত্যেকেই তন্দ্রায় বিভোর, হঠাৎ গৃহাভ্যন্তর হইতে জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি বলিলেন যে, রসূলুল্লাহকে (দঃ) তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রেই গোসল প্রদান কর। অতঃপর আমাদের রসূলুল্লাহকে (দঃ) গোসল প্রদান করা হইল।)—আহমদ ও আবুদাউদ।

قالت دخل علينا النبى صلى الله تعالى عليـــه وآلـــه وسلم ونحن نغسل ابنتـه فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذالك ان رأيتن ذالك بماء وسدروا جعلنا فى الاخيرة كافـورا او شيأ من كافـور فلما فـرغنا اذ ناده فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه ابــدأن بميا منها ومواضع الوضوٗ منها وفى لفظ البخارى فضفرنا شعرها ثلاثـة قرون فالقينا خلفها

৪৩৩) হযরত উম্মে আতীয়া (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকট আগমন করিলেন এবং আমরা তদীয় কন্যাকে গোসল প্রদান করিতেছিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আবশ্যক বশতঃ তিনবার, পাঁচবার অথবা তদধিকবার তাহাকে পানি এবং বরই পত্র মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দিতে থাক এবং শেষবার কর্পূর অথবা কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দিও। উম্ম আতীয়া বলেন, আমরা রসূলুল্লাহর(দঃ) নির্দেশানুসারে গোসল প্রদান সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিলাম এবং তিনি স্বীয় তহবন্দ (লুঙ্গী) আমাদের প্রতি (কাফন প্রদানের জন্য) নিক্ষেপ করিলেন এবং সর্বাগ্রে উহা গাত্রস্থ করিতে নির্দ্দেশ দান করিলেন। অপর বর্ণনাতে—ডান দিক হইতে এবং অযুর অঙ্গ হইতে গোসল আরম্ভ করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা তাঁহার চুলগুলিকে তিনটি বেণী পাকাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া দিলাম। —বুখারী ও মুসলিম।

كفن رسول الله صلى الله تعالى عليــه فــى ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة

৪৩৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহকে (দঃ) তিনটি সাদা সহুলী চাদরে দাফন করা হইয়াছে উহাতে কুর্তা (কমীস) এবং পাগড়ী ছিলনা।—বুখারী ও মুসলিম

لما توفى عبد الله بن ابى جاء ابنــه الى رسول الله صلى الله تعالى عليــه وآلــه وسلم فقال اعطنى قميصك اكفنــه فاعطاه

৪৩৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফেক সর্দার) পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পিতার দাফনের জন্য তাহার পবিত্র জামা (কমীস) প্রার্থনা করিলেন, তখন হযরত (দঃ) তাহা প্রদান করিলেন[১]। —বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليــه وسلم البسوا من

৪৩৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন দেখ, তোমরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান কর, ইহাই

১) মুসলিম সমাজে যাহারা কাফনে কুর্তা ব্যবহার করা মশরূ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহারা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু হাদীসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নহে যে, ইহা বুখারী কর্তৃক জননী আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসের বিপরীত এবং অপর বর্ণনাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, কাফন প্রদানের পর অতিরিক্ত হিসাবে শুধু বরকত লাভের মানসে হযরতের কমিস প্রদান করা হইয়াছিল, সুতরাং ইহা দ্বারা কমীসের মশরূ' হওয় প্রমাণ করা সহজ সাধ্য নহে। অতএব শুধু এক তহবন্দ ও দুইটি চাদরে কাফন প্রদান করাই উত্তম। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অনুবাদক

Contents
www.ahlehadeethbd.org

সর্বোত্তম পরিধেয় বস্ত্র এবং উহাতে তোমাদের মৃতদের কাফন প্রদান ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم কর।—আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪৩৭) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ স্বীয় ভ্রাতার কাফন প্রদান করে তখন (যথা সম্ভব) তাহাকে উত্তম কাফন প্রদান করা উচিত।—মুস্‌লিম।

৪৩৮) তিনি আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশক্রমে উহোদ যুদ্ধের শহীদগণের মধ্য হইতে এক এক কাপড়ে দুই দুই জন একত্রিত করা হইয়াছিল, অতঃপর يجمع بين الرجلين من قتلى احد فى ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه فى اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم তাহার হুকুমে যে অধিক মাত্রায় কোরআনের হাফেজ ছিলেন তাঁহাকেই সর্বাগ্রে সমাধিস্থ করা হয়। শহীদগণকে গোসল দেওয়া হয়নাই এবং তাঁহাদের জানাযাও পড়া হয়নাই।—বুখারী।

৪৩৯) হযরত আলী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন قال سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لاتغالوا فى الكفن فانه يسلب سريعا আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সাবধান! তোমরা কাফন প্রদানে বাড়াবাড়ি করিওনা [অর্থাৎ সাধ্যাতীত অধিক মূল্যের কাপড় দ্বারা কাফন প্রদানের চেষ্টা করিও না] কারণ উহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে।—আবুদাউদ।

৪৪০) জননী আয়েশা [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها لومت قبلى لغسلتك যদি আমার পূর্বে তোমার বিয়োগ ঘটে তাহাহইলে আমি নিজে তোমাকে গোসল প্রদান করিব।—আহমদ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ[১] বলিয়াছেন।

৪৪১] হযরত আস্‌মা বিনতে উমায়স [রাঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে ان فاطمة رضى الله تعالى عنها اوصت ان يغسلها على رضى الله تعالى عنه যে, হযরত ফাতেমা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে গোসল প্রদানের জন্য হযরত আলীকে অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন।—দারকুতনী।

৪৪২) হযরত বুরায়দা (রাযিঃ) কর্তৃক নাকেদী গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোকের ঘটনায় যাহাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন—বর্ণনা করিয়াছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহর নির্দেশে ثم امر بها فصلى عليها ودفنت তাহার জানাযার নমায সমাধা করতঃ তাহাকে দাফন করা হইল। কিন্তু হযরত

---

১) এই হাদীসের সূত্রে মোহাম্মদ বিন ইস্‌হাক থাকায় ইমাম বয়হকী প্রভৃতি এই হাদীসে দোষ ধরিয়াছেন কিন্তু শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে হজর বলিয়াছেন, ইহার বর্ণনাতে মোহাম্মদ বিন ইস্‌হাক একা নহেন বরং সালেহ বিন কয়ছানও ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন—(আহমদ ও নাছায়ী) এবং সালেহ রাবীর বিশ্বস্ততায় কোন দ্বিমত নাই। এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, মৃত স্ত্রীকে তাহার স্বামী গোসল দিতে পারিবে এবং ইহাই অধিকাংশ (জমহুর) আলেমগণের সিদ্ধান্ত কিন্তু ইমাম আবুহানিফা ইহার বিরোধী। এইরূপ মৃত স্বামীকে তাহার স্ত্রী গোসল দিতে পারিবে হযরত আস্‌মা স্বীয় পতি আবুবকরকে এবং হযরত আলী ফাতেমাকে গোসল প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্বামী স্ত্রী উভয়েই মৃত স্বামী অথবা মৃতা স্ত্রীকে গোসল প্রদান করিতে পারিবে। ইহাই সকল ছাহাবাগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। —সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org

তাহার জানাযা পড়িলেন* ।—মুসলিম

৪৪৩) হযরত জাবের বিন সামুরার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে এমন একজন লোককে আনয়ন করা হইল যে, তীর দ্বারা আত্ম-হত্যা করিয়াছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার জানাযা পড়িলেননা।—মুসলিম।

৪৪৪) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ মসজিদের সেবিকার (উম্মে মেহজনের) ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া হযরত (দঃ) লোকদের নিকট তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, সে মারা গিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা আমাকে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান কর নাই কেন? লোকেরা উক্ত মহিলার ব্যাপারটিকে অতি হালকা মনে

* এই বর্ণনাতে রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উক্ত নাজা-প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের নমায সমাধা করার উল্লেখ না থাকিলেও অপর বিশুদ্ধসূত্রে স্বয়ং তাঁহার দ্বারা নমায পড়ার উল্লেখ রহিয়াছে। উহাতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত উক্ত নমায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সে এইরূপ তওবা করিয়াছে যে, উহা সত্তর জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে সকলের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অধিকন্তু নমায পড়া সম্বন্ধীয় বর্ণনাটি সহীহ্ গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়ায় উহাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ইহার প্রতি ইজ্‌মাও সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজী আয়ায বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমান হত্যাপ্রাপ্ত, প্রস্তরাঘাতপ্রাপ্ত, আত্ম-হত্যাকারী এবং জারজ সন্তানের জানাযার নমায সমাধা করাই সমস্ত আলেমবৃন্দের মযহব। পক্ষান্তরে ইহার বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীসগুলি নির্দোষ নহে।—অনুবাদক।

করিয়াছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার সমাধীর সন্ধান লইয়া তথায় তশরীফ আনিলেন এবং জানাযার নমায সমাধা করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমে বর্ধিত হইয়াছে, অতঃপর হযরত বলিলেন, দেখ এই কবরগুলি অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং আল্লাহ পাক আমার প্রার্থনা নিবন্ধন উহাকে তাহাদের জন্য আলোকিত করিয়া দিবেন।

৪৪৫) হযরত হুযায়ফার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম(দঃ) নয়ী—বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা হইতে নিষেধ করিতেন[১]।—আহমদ, তিরমিযী।

৪৪৬) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, যেদিন নাজ্জাশী (আবিসিনিয়া অধিপতি) পরলোক গমন করেন সেই দিনই রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মৃত্যু সংবাদ (আমাদিগকে) জ্ঞাপন করেন এবং সাহাবাগণ সমভিব্যাহারে মুছল্লার দিকে বহির্গত হন এবং কাতারবন্দী হইয়া চার তকবীরে (জানাযা গায়েবানা) আদায় করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

১) পূর্ণ হাদীস এইরূপঃ—একদা হুযায়ফা বলিলেন, দেখ, আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কাহাকেও আমার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিও না। কারণ ইহা নিষিদ্ধ "নয়ী"র পর্যায়ভুক্ত হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) 'নয়ী' হইতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। نعي নয়ীর অভিধানিক অর্থঃ মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা—ছেহাহ ও কামুছ প্রভৃতি—উল্লিখিত হাদীসে এই নয়ী নিষিদ্ধ হয় নাই। বরং প্রাক ইসলামিক যুগে সম্পাদিত 'নয়ী' অর্থাৎ কোন লোককে প্রত্যেক দুয়ারে দুয়ারে এবং হাটে হাটে মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করাই উক্ত হাদীসে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু শুধু মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে।—অনুবাদক।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

কাবা শরীফ

মুঃ মিজানুর রহমান বি-এ, বি টি,

মক্কা নগরী মুসলিম জগতের প্রাণ-কেন্দ্র। আল্লাহর আদেশে মানব জাতির আদি-পিতা হজরত আদম (আঃ) ও মাতা হাওয়া (রাঃ) জগতের সর্বপ্রথম উপাসনা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন এই মক্কা নগরীতে। তারপর শত সহস্র যুগ অতিবাহিত হইয়াছে—জগতের শত শত স্মৃতি চিহ্ন কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হজরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই উপাসনালয়টী কালের ভ্রুকুটী উপেক্ষা করিয়া আজিও আল্লাহর মহিমার নিদর্শন রূপে মক্কা নগরীতে বিরাজ করিতেছে। আজিও লক্ষ লক্ষ মুসলিম সন্তান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে হজের মৌসুমে এই গৃহের পানে ছুটিয়া আসে আর অযুতকণ্ঠে বলিতে থাকে :

لبيك ربنا لك الحمد لبيك...

প্রভো! তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি। প্রভু হে, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য.....তাহারা এই স্থানেই আল্লাহর কাছে নিজেদিগকে নিবেদিত করিয়া ধন্য হয় আর হজ্জ সমাপনান্তে মুক্ত মনে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। আবহমানকাল ধরিয়া এই রীতি চলিয়া আসিতেছে এবং জগত লয় না হওয়া পর্যন্ত উহা চলিতে থাকিবে।

পবিত্র কাবাগৃহ সম্বন্ধে পাক-কোরআনে নিম্নলিখিত আয়াতটির উল্লেখ আছে :

ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين

আল্লাহর বন্দেগীর জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়, উহা মক্কা নগরীতে অবস্থিত; উহাতে জগতবাসীর জন্য মঙ্গল ও হেদায়ত নিহিত আছে।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রিয় সাহাবী আবু জর (রাঃ) একবার হজরতকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ ঘরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার উত্তরে হজরত বলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আবু জরের (রাঃ) অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে হজরত বলেন, উহার পর মস্‌জিদে আক্‌সার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কে তিনি ইহাও প্রকাশ করেন যে, মস্‌জিদে আকসার (জেরুজালেমের উপাসনা গৃহ) ভিত্তি স্থাপিত হয় কাবা গৃহ স্থাপনের চল্লিশ বৎসর পর। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে হজরত বলেন, ইহার পর সমস্ত ভূপৃষ্ঠই মস্‌জিদরূপে গণ্য—যেখানেই নামাজের সময় উপস্থিত হয়, সেখানেই উহা সমাধা কর।—বুখারী ও মুসলিম, ইব্‌নে কসির—২৫৬ পৃঃ।

কোন কোন রেওয়ায়ত অনুসারে ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আবদুল্লাহ বিন আমরু বিন আমেরের (রাঃ) বাচনিক একটী বিশুদ্ধ হাদীসে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত আদম (আঃ) ও হজরত হাওয়া (রাঃ) কর্তৃকই সর্বপ্রথম কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হজরত নুহের (আঃ) (প্লাবনের) সময় কাবা গৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। হজরত নুহের (আঃ) পর হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর তৌহিদ প্রচারে ব্রতী হন। হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) কউম তাঁহার প্রচারের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করে এবং তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে হজরত ইব্রাহিম নিজ দেশ ছাড়িয়া ফালাস্তিন বা সিরিয়ায় প্রস্থান করেন। এই স্থানেই হজরত হাজেরার (রাঃ) গর্ভে হজরত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইব্রাহিমের প্রথম পুত্র হজরত ইসমাঈল (আঃ) জন্ম লাভ করেন। ইহাতে হজরত হাজেরা (রাঃ) ও তাঁহার সদ্যোজাত শিশু হজরত ইসমাঈলের (আঃ) প্রতি হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) প্রথমা স্ত্রী হজরত সারা'র (রাঃ) ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠে। কারণ, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। হজরত সারা' (রাঃ) হজরত হাজেরার (রাঃ) সৌভাগ্যে এতদূর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন যে, অবশেষে তিনি হজরত হাজেরাকে (রাঃ) তাঁহার পুত্রসহ নির্বাসনে প্রেরণ করার প্রস্তাব নিয়া হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) নিকট উপস্থিত হন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) হজরত সারা'র এইরূপ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়েন। তিনি এই ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের কামনা ও উহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করেন যে, হজরত সারা'র (রাঃ) প্রস্তাবানুযায়ী তাঁহার দূরদেশে নির্বাসন দেওয়াই শ্রেয়। এই নির্দেশের মধ্যে যে মহা কল্যাণ নিহিত ছিল তখন একমাত্র আল্লাহই উহা অবগত ছিলেন।

আল্লাহর নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করার পর হজরত ইব্রাহিম (আঃ) হজরত হাজেরাকে (রাঃ) তাঁহার সন্তানসহ আরবের হেজাজ প্রদেশে একটী অনাবাদী লোকালয়হীন স্থানে নির্বাসন দিয়া সিরিয়ায় চলিয়া যান। তাঁহার সিরিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার সময় হজরত হাজেরা (রাঃ) তাঁহার নিকট জানিতে চাহেন: ইহাই কি আল্লাহর আদেশ آللّٰہ امرک بہذا অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহর নির্দ্দেশে এই অনাবাদ, লোকালয়হীন বিভূই বিদেশে আমাদিগকে নির্বাসন দিয়া চলিয়া যাইতেছেন? ইহাতে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) উত্তর করেন, نعم অর্থাৎ হাঁ। 'এই উত্তর শুনিয়া হজরত হাজেরা বলেন, آللّٰہ لایضیعنا اذا অর্থাৎ তাহা হইলে আল্লাহ আমাদিগকে ধ্বংস করিবেননা।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) হজরত হাজেরাকে (রাঃ) সন্তান সহ হেজাজে নির্বাসন দিয়া চলিয়া গেলেও তিনি প্রায়ই তাঁহাদের খোঁজ খবর লওয়ার জন্য মক্কায় আগমন করিতেন। এই স্থানে হজরত হাজেরা (রাঃ) তাঁহার সন্তান সহ নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। কে জানিত যে হজরত হাজেরা (রাঃ) ও তাঁহার সন্তান হজরত ইসমাইলকে কেন্দ্র করিয়া মক্কা নগরীর পত্তন হইবে? কে জানিত যে, হজরত ইব্রাহিম তাঁহার প্রিয় পুত্রের সহযোগিতায় আল্লাহর নির্দ্দেশে হজরত নুহের (আঃ) সময়ে প্লাবনে বিলীন কাবাগৃহের পূর্ব-ভিত্তির উপর পুনরায় কাবা গৃহ নির্মাণ করিবেন? কে ভাবিয়া ছিল যে, এই মক্কাতেই হজরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলকে (রাঃ) আল্লাহর নামে কোরবানী করিতে আদিষ্ট হইবেন? আর কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, হজরত ইসমাইলের (আঃ) বংশে এই মক্কা নগরীতেই নবিগণের সরদার রাহমাতুল্লিল আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) জন্মলাভ করিবেন এবং আল্লাহর তৌহিদের অক্ষয় নিশান উত্তোলিত করিবেন— যে নিশান প্রলয় কাল পর্যন্ত উত্তীত থাকিবে? এই খানেই হজরত হাজেরার নির্বাসনের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত হাজেরা (রাঃ) ও হজরত ইসমাইলের তত্ত্ব নেওয়ার জন্য সময় সময় মক্কায় আগমন করিতেন। তিনি সেই সুযোগে হজরত ইসমাইলকে (আঃ) ধর্মীয় নানা ব্যাপারে শিক্ষাদান করিতেন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এই সময়েই তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলকে (আঃ) আল্লাহর নামে কোরবানী করিতে আদিষ্ট হন। আর এই সময়েই তিনি আল্লাহর আদেশে তাঁহার পুত্রের সহযোগিতায় কাবা গৃহকে উহার পুরাতন ভিত্তির উপর পুনরায় নির্মাণ করেন।

হজরত হাজেরা (রাঃ) যে যুগে তাহার পুত্রসহ মক্কায় বাস করিতে ছিলেন সেই সময়ে ইয়ামনের কতিপয় লোক দেশে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে অতিষ্ট হইয়া মক্কায় চলিয়া আসে। তাহারা সেখানে সহজলভ্য পানি ও চাষাবাদের সুবিধা দেখিয়া মক্কায় বসবাসের জন্য হজরত হাজেরার (রাঃ) অনুমতি প্রার্থনা করে। হজরত হাজেরা (রাঃ) তাহাদিগকে এই শর্তে মক্কায় বসবাসের সুবিধা প্রদান করেন যে, জমজম কূপের পানিতে তাহাদের কোন প্রকার অধিকার থাকিবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

তাহারা এই শর্তে রাজি হইয়া মক্কায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে হজরত ইসমাঈল (আঃ) এই গোত্রের দুইজন মহিলাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।

হজরত ইসমাঈলের (আঃ) যুগে ইয়ামন হইতে মক্কায় আগত লোকদের মধ্যে দুইটী শাখার উৎপত্তি হয়। উহাদের একটীর নেতা ছিল জারহাম এবং অন্যটীর নেতৃত্ব করিত সোমায়দা। হজরত ইসমাঈলের (আঃ) গোত্রের নাম ছিল নাবাত। হজরত ইসমাঈলের (আঃ) জীবিতকালে কাবা ও জমজম কূপের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল বনু ইসমাঈলের উপর। হজরত ইসমাঈলের (আঃ) মৃত্যুর পর বনু জারহামের উপর কাবা গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। বনু জারহাম কাবা গৃহের তত্ত্বাবধানে বিশেষ নজর দিতনা। কাবা গৃহে যেসকল নজর নিয়াজ আসিত কিম্বা যেসকল ধন রত্ন উহাতে রক্ষিত ছিল, বনু জারহামের লোকেরা সেই সব নিজেরা ভোগ করিত। বহুলোক কাবা গৃহে হাদিয়া স্বরূপ অনেক ধন রত্ন প্রদান করিত। হজরত ইব্রাহিম কাবা গৃহেরই এক-স্থানে এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন—যাহাতে লোকে এই স্থানে তাহাদের হাদিয়া রাখিয়া যাইতে পারে। এই সকল হাদিয়ার ধনরত্ন হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানটিতে জমা হইত এবং সেই-খানেই গচ্ছিত থাকিত। কিন্তু বনু জরহাম কাবা গৃহের তত্ত্বাবধানের ভার পাওয়ার পর তাহারা ঐসকল ধনরত্ন নিজেদের ভোগ বিলাসে ব্যয় করিতে আরম্ভ করে ইহাতে বনু ইসমাঈলগণ ক্ষুব্ধ হইলেও বনু জরহামকে এই কাজে বাধা দেওয়ার শক্তি তাহাদের ছিলনা। কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ন ব্যাপারে এইরূপ কুকীর্তি চলার সময়েই জমজম কূপ বন্ধ হইয়া যায়।

বনু জরহাম ও বনু খাজ্‌য়ার মধ্যে যুদ্ধ

যে যুগে বনু জরহাম কাবা গৃহের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া নিজেরা ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে ইয়ামনে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়ামান প্রাচীনকাল হইতেই একটি শস্য শ্যামলা দেশ! এই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাঁধের পানির সাহায্যে কৃষিকর্ম চলিত। একবার দুর্ঘটনা চক্রে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে ইয়ামনের বহু শস্যক্ষেত্র ও বাগান পানির প্রবাহে ধ্বংস হয়। ইহাতে দেশের বহুলোক ভীষণ অন্নকষ্টে পতিত হয়। নিরুপায় হইয়া ইয়ামনের বহু গোত্র অন্যত্র বাসস্থান স্থাপনের জন্য দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই সকল দেশত্যাগী গোত্রগুলির মধ্যে খাজ'য়া গোত্রের সরদার তাহার গোত্র সহ হেজাজে চলিয়া যায়। এই গোত্রটী সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের সন্নিকটে পানির সন্ধান পাওয়ায় উহার সরদার আপাততঃ সেই খানেই বসবাস করার জন্য স্থির-সঙ্কল্প করেন এবং সেখানে বসবাসের অনুমতি লাভের জন্য বনু-জরহামের সর্দারের নিকট উপস্থিত হন। বনু জরহামের সরদার অনুমতি দেওয়া ত দূরের কথা বরং তাহাকে গালমন্দ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ইহাতে খাজ'য়া গোত্রের নেতা বড়ই অসুবিধায় পতিত হন। তিনি নিরুপায় হইয়া নিজ গোত্রের সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, বনু জরহামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলেও তাহার গোত্রের সেইখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ তখন ঐ গোত্রটির দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কোন উপায় ছিলনা। আর উহার লোকজনের অবস্থা ক্রমই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে বনু জরহামের সঙ্গে বনু খাজ'য়ার যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধে বনু জরহাম পরাজিত হয় এবং বনু খাজ'য়ার লোকেরা তাহাদিগকে মক্কার বাহিরে নিয়া পাইকারী ভাবে হত্যা করে। এই যুদ্ধে বনু ইসমাঈল নিরপেক্ষ ছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বনু খাজ'য়া কাবা গৃহের তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব করার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

জরহাম গোত্রের অন্য একটি শাখার সরদার হারেস বিন মাজাজ তাহার অধীনস্থ লোকদিগকে সঙ্গে নিয়া ফলুনা নামক স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করে। বনু জরহাম গোত্রের এই শাখাটীর সঙ্গে খাজ'য়া গোত্রের প্রায়ই ঝগড়া লাগিত। জরহাম গোত্রের আমরু বিন লুহা ছিল খাজ'য়া গোত্রের বড় শত্রু। এই আমরু বিন লুহাই ছিল কাবা গৃহে মূর্তিপূজার প্রবর্তক। সেই ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতার

www.ahlehadeethbd.org

সাহায্য গ্রহণে মানুষকে আহ্বান জানায় আমরুর এই ভ্রান্তির পিছনে আজিও জগতের বহু মানব সন্তান ঘুরিয়া মরিতেছে।

কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন ও উহার সংস্কার

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজরত আদম (আঃ) ও হজরত হাওয়া (রাঃ) সর্ব প্রথম কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। হজরত আদমের (আঃ) মৃত্যুর পর হজরত শিশ (আঃ) কাবা গৃহের সংস্কার করেন। হজরত নূহের (আঃ) সময় প্লাবনে উহা বিলীন হইয়া যায়। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁহার পুত্র হজরত ইসমাইল (আঃ) কাবার পুরাতন ভিত্তির উপর উহাকে পুনরায় নির্মাণ করেন। ইহার পর রসূলুল্লাহর (দঃ) জন্মের কিছুকাল পরে সাদত কোরাইশ কাবা গৃহের সংস্কার করে। এই সময়ে হযরে আসওয়াদ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের ব্যাপারে কোরাইশ সরদারগণের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। অবশেষে হজরতের মধ্যস্থতায় উহার সুমীমাংসা হয়। কাবা গৃহ ৪র্থ বার সংস্কারের সময় মক্কার কাফেরেরা স্থির করে যে, তাহারা উহার সংস্কারের কাজে অবৈধ ধনরত্ন ব্যয় করিবেনা। ইহাতে কাবার সংস্কারের জন্য খুব অল্প টাকা পয়সা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কাবা গৃহের ছাদের কাঠেরও কোন সংস্থান ছিলনা। ঘটনা চক্রে সেই সময় জেদ্দার অদূরে লোহিত সাগরে রোমানদের একটি জাহাজ ভঙ্গিয়া যায়। মক্কার কাফেরেরা ঐ কাঠ ক্রয় করিয়া লয়। কিন্তু ঐ কাঠেও ছাদের সম্পূর্ণ ভাগ আবৃত না হওয়ায় কাবা গৃহের পশ্চিম ভিত হইতে সাত হাত পরিমিত স্থান বাদ দিতে হয়। বর্তমানে ঐ স্থানটি হাতিম নামে পরিচিত।

হজরত আবদুল্লা বিন জোবায়েরের খেলাফতের সময় কাবা গৃহ পুড়িয়া যায়। হজরত আবুল কাশেম সাহেলীর (রাঃ) বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, জনৈক স্ত্রী লোক কিছু সুগন্ধি দ্রব্য প্রজ্জ্বলিত করিয়া কাবা গৃহের খেলাফের নিকটবর্তী হইলে অসতর্কতার দরুণ উহাতে আগুন লাগে এবং উহার ফলে কাবা গৃহ পুড়িয়া যায়।

এই ঘটনার পর হজরত আবদুল্লা বিন জোবায়ের (রাঃ) কাবা গৃহ উহার ভিতের উপর পুনঃনির্মাণ করেন।

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান তাঁহার খেলাফতের সময় কাবা গৃহের সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার খেলাফতের সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুল্লা বিন জোবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। যুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের শহীদ হন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবা গৃহ সংস্কারের জন্য খলীফার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবদুল মালেক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে লিখেন,

لسنا من تخليط ابى خبيب فى شى....

আমরা এবনে জোবায়েরের অপকর্মের জন্য দায়ী নই। খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে নির্দেশ দেন যে, হজরত রসূলুল্লাহর যুগে কাবাগৃহ যে কাঠামোতে ছিল উহাকে ঠিক সেই কাঠামোতেই পরিবর্তিত করিতে হইবে। ইবনে জোবায়ের (রাঃ) কাবাগৃহ সংস্কারের সময় যেসব রদবদল করিয়াছিলেন, ঐগুলিকে বদলাইতে হইবে। অতঃপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুল মালেকের নির্দেশানুযায়ী মক্কাবাসীদের প্রদত্ত বর্ণনানুসারে কাবা গৃহের সংস্কার করেন। খলীফা আবুল মনসুর একবার কাবা গৃহের সংস্কারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ইচ্ছায় বাধ সাধেন ইমাম আবদুল মালেক। তিনি খলীফা আবুল মনসুরকে বলেন,—

انشاك الله يا امير المؤمنين اذ تجعل هذا البيت ملعبت للملوك بعدك

হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি আল্লাহর ঘরকে পরবর্তী বাদশাহদের খেলার সামগ্রীতে পরিণত করিবেননা। অর্থাৎ এক একজন নূতন বাদশাহ হইবেন আর তিনি নিজ খেয়াল খুশী মত কাবার সংস্কার করিতে থাকিবেন, এইরূপ হইতে পারেনা। ইহাতে হজরত ইব্রাহিম নির্মিত কাবা গৃহের রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং খলিফা মনসুর কাবা গৃহের সংস্কারে আর হাত দেন নাই। বর্তমান কাবা গৃহটি আবদুল্লা বিন জোবায়ের (রাঃ) ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক সংস্কৃত কাবার স্মৃতি বহন করিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

রসূলুল্লাহর (দঃ) সময় হইতেই কাবা গৃহের সীমা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। হজরত ওমর (রাঃ) কাবার নিকটবর্তী বহু বাড়ীঘর ক্রয় করিয়া সেগুলিকে কাবার সংলগ্ন স্থানের সহিত মিলাইয়া দেন। কাবাগৃহের পার্শ্বস্থান সম্প্রসারিত হয় হজরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফতের সময়। পরবর্তী সময়ে খলীফা ওয়ালিদ কাবাগৃহে মর্মর পাথর বিছাইয়া দেন এবং উহার ছাদেরও সংস্কার সাধন করেন।

২৭০ হিঃ সনে কাবা গৃহের শামী দেওয়ালের সংস্কার করা হয়। তাহার পর হিজরী ৫৪২, ৬১৯, ৬৮০ ও ৮১৫ সনে ঐ শামী দেওয়ালেরই সংস্কার করিতে হয়। ৮২৫ হিঃ সনে উহার ছাদের সংস্কার করা হয়। হাফেয ইবনে হাযর ৮২৬ হিজরীতে মক্কায় হজ করিতে আগমন করেন। তিনি বলেন :

ومما يتعجب منه انه لم يتفق الاحتياج
فى الكعبة الا فيها صنعا الحجاج اما من الجدار
الذى بناه فى الجهة الشامية

ফতহুল বারী, মিশরী ছাপা ৩য় খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠা।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই পর্যন্ত শুধু শামী দেওয়ালেরই সংস্কার করিতে হইয়াছে। আর উহার সঙ্গে মিযাবেরও সংস্কার করিতে হইয়াছে। আর এই সব তৈয়ার করিয়াছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আজ পর্যন্ত ইয়ামনী দেওয়ালের কোনই সংস্কার করিতে হয়নাই।

আজ পর্যন্ত কাবা গৃহের সংস্কার, উহার সৌন্দর্য বর্দ্ধন কিম্বা সম্প্রসারণের দিক দিয়া যত কিছুই করা হইয়া থাকুক না কেন—এই গৃহটি আজিও হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) ভিত্তির উপর তাঁহারই স্থাপিত পাথর বুকে নিয়া সারল্যের প্রতিমূর্তি ও আল্লাহর মহিমার নিদর্শনরূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

হেজাজের বর্তমান অধিপতি সউদ বিন আবদুল আজিজ কাবা গৃহের সীমা বহু বর্দ্ধিত করিয়াছেন। শুনা যায় যে, তিনি আধুনিক স্থপতিদের পরামর্শ ও নক্সা অনুসারে কাবাগৃহ তৈয়ার করাইতেছেন এবং উহাতে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে, বর্তমান নক্সা অনুযায়ী কাবাগৃহের নির্মাণ শেষ হইলে উহা জগতের উপাসনালয় গুলির মধ্যে বৃহত্তম গৃহে পরিণত হইবে।*

* এই প্রবন্ধ সংকলনে বোখারী, মুসলীম, তফসির ইবনে কসির ২খণ্ড, ফাতহুল বায়ান, ২য় খণ্ড ও ফতহুল বারী ৩য় খণ্ড হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। —লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

॥ আজিকার পৃথিবী ॥

—কাজী সেলিম আহমদ

করুণ আর্তনাদে
আজ জুলমাত-আঁধি-অন্ধ পৃথিবী
ভরা বেদনায় কাঁদে।
মানুষের মনে মরু-হাহাকার
ছিঁড়ে গেছে যত কামনার তার
ব্যথা নির্জন হৃদয়-বীণায়
ওঠে সকরুণ তান—
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কাঁদে
কোটি জনতার প্রাণ।

ধর্মে ধর্মে হাহাহানি আজ
বর্ণে বর্ণে চলে রণ সাজ
বাহিরে শান্তি-বাণী দানি
সব অস্ত্র শানায় ঘরে—
সাধু-সন্তের বেশে দেশে দেশে
রক্ত-চোষায় ভরে।

ভিতরে বাহিরে নাহি কারো মিল
পাষাণ হোঁয়েছে মানুষের দীল্—
স্বার্থ-অন্ধ-পিশাচের দল
তাণ্ডব-নাচ নাচে—
অসহায় ভীত মানুষেরা তাই
সংগী-সহায় যাচে।
প্রাণের সূর্যে নাহিক' দীপ্তি—
দ্বিধা দ্বন্দ্ব বাধা অতৃপ্তি—
মুক্ত-প্রাণের প্রান্তরে আজ
স্বার্থ-শকুনি দৃষ্টি—
শান্তি-পিয়াসী ভীরু বুকে তাই
বেদনায় কাঁদে সৃষ্টি।
আজ তাই—হে শান্তির দূত।
বাণী দাও মুখ-নিঃসৃত পূত
মহা-চেতনার আশ্বাসে আর
বিশ্বাসে প্রাণ ভরো—
দেশে দেশে আজ প্রতি ঘরে ঘরে—
নতুন মানুষ গড়ো।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম সমন্বয় নহে

—অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলাম ও কমিউনিজমে বৈসাদৃশ্য

ধর্ম বিশ্বাস ও ঘটনা প্রবাহের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ে মৌলিক পার্থক্য : কমিউনিজমের মৌলিক সমস্ত আদর্শ মূলতঃ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dielectic Materialism) ও অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্ক (Economic Production (Relation) সম্বন্ধে বিশ্বাস কমিউনিজমের ভিত্তিমূল। ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, উভয় থিওরীই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। বক্ষমান আলোচনার প্রথমাংশে আমরা ইসলামের সহিত উহাদের মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়ে চেষ্টা করিব।

ধর্ম ও মানুষ :

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ধর্ম, পরবর্ত্তী জীবন, নীতি-নৈতিকতা, ইত্যাদি সম্পর্কে কমিউনিষ্টগণ মনে করেন যে, এই সমস্ত বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনা জালেম শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক আমদানি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদের মতে "আল্লাহকে মানুষই সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন নাই"। মানুষই প্রথম, তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস তাহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত ; উহা বাহিরের কোন বস্তু নহে"। ইসলামের সহিত কমিউনিজমের—এখানেই প্রথম ও প্রধান পার্থক্য। আল্লাহ, পাপপুন্যের পুরস্কার, নবী, ধর্মগ্রন্থ, ফেরেশতা ইত্যাদিতে বিশ্বাস এবং আল্লার সার্বভৌমত্ব ও রসুলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ইসলামের ভিত্তিমূল; অন্য পক্ষে কমিউনিজম এই সমস্ত মতবাদকে ভণ্ডামী বলিয়া উড়াইয়া দেয়। চলতি বর্ষের তর্জুমানের ৫২২ পৃষ্ঠায় ধর্ম ও পুরাতন রীতি নীতি সম্পর্কে মার্কসের যে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি সুধী পাঠক বৃন্দকে উহা পুনঃ স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। এই প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলেন, "কমিউনিষ্ট পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে পারেনা। সর্ববিধ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টিকে এক ধর্ম বিরোধী অভিযান ও প্রপাগাণ্ডা পরিচালনা করিতে হইয়াছে। কারণ পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক। ধর্ম বিরোধী প্রপাগাণ্ডার পূর্ণ সাফল্য লাভের অভিযানে যে পার্টি সদস্য অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহাকে সদস্যপদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়াই সর্বদিক দিয়া মঙ্গলজনক।*

কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের এহেন উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম সম্বন্ধে কুরআনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি।

মানুষের ধর্ম ও স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে কোরানে বলা হইয়াছে :

يايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم
والذين من قبلكم لعلكم تتقون' الذى جعل
لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء
ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا
لله اندادا وانتم تعلمون (٢-٢١-٢٢)

হে মানব। আপন প্রভুর এবাদত করিতে থাক—যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্ত্তী লোকদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাতে তোমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। যিনি তোমাদিগের মঙ্গলহেতু ভূমণ্ডলকে শয্যারূপে ও আকাশকে ছত্ররূপে করিয়াছেন এবং মেঘপুঞ্জ হইতে যিনি বারিধারা অবতারণ করিয়া তাহাদ্বারা মেওয়াজাত হইতে তোমাদের উপজীবিকা উৎপন্ন করিয়াছেন—অতএব আল্লাহর সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দল (গঠন) করিয়া লইওনা, অথচ তোমরা জানিতেছ।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

يايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا' يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم

* Dr. K, Al Hakin :— Islam & Communism

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

"হে বিশ্ববাসীগণ, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিবে এবং সর্বদা সুসঙ্গত কথা বলিবে। তিনি তোমাদিগের আমলগুলিকে তোমাদের মঙ্গলের জন্য শুধরাইয়া দিবেন আর তোমাদের অপরাধগুলি ক্ষমা করিবেন; বস্তুতঃ যে ফর্মাবরদারী করিয়া চলিবে আল্লার ও তাহার রছুলের মহান সফলতা লাভ করিবে সেই ব্যক্তি।" (৩৩: ৭০—৭১)

ধর্ম সম্পর্কে কমিউনিষ্টগণের ধারণা মিথ্যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিজম মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস মধ্যযুগে ইউরোপে প্রধানতঃ খৃষ্টান ধর্মের নামে যে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও জুলুম চলিতেছিল তাহা হইতেই ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করেন এবং সকল ধর্ম সম্পর্কেই তাহার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত মন নিয়া অধ্যয়ন করিলে তাহার এই ধারণার পরিবর্তনও হইতে পারিত§। আমাদের এই ধারণার স্বপক্ষে ও প্রকৃত ধর্ম কি সে সম্পর্কে কোরানের আয়তের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

কোরান ঘোষণা করিতেছে, "বরং যে আল্লার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিল এবং সৎকর্মশীল হইল, সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার পাইবে এবং তাহাদের কোন ভয়নাই, কোন দুঃখ নাই"। (২: ১১২) আল্লার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিওনা এবং পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয়, অনাথ মিসকিন, সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, ও সম্পর্ক-বিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর, পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা"। (৪: ৩৬) "আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন—সব বিষয়ে সুবিচার করিতে, সকলের কল্যাণ সাধন করিতে এবং আত্মীয় স্বজনবর্গকে দান করিতে—আর তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন সমস্ত অশ্লীলতা হইতে, সকলপ্রকার নিষিদ্ধ ও কুরুচিবিগর্হিত (কাজ) হইতে এবং সমস্ত উশৃঙ্খলতা হইতে, তোমাদিগকে তিনি (এই সব) উপদেশ দিতেছেন—যেমতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে।" আরও দেখুন—কোরান (২: ১৩০—১৪৩)

ধর্ম সম্পর্কে কমিউনিষ্টগণের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ধারণার বিপরীত। আর ইসলাম ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে ও ইহার প্রবর্তক ধর্মের নামে যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা যেমন যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত তেমনই আদর্শ ও সকলের অনুকরণীয়। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক Toynbee মন্তব্য করিয়াছেন যে, একমাত্র ইসলামী আদর্শই বর্তমান অশান্ত দুনিয়ায় শান্তি আনয়ন করিতে পারে ও মানবতায়—কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম। Bernardshaw উক্তি করিয়াছেন যে, আগামী একশত বৎসরের মধ্যে দুনিয়ার মানুষকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক ইসলামী ব্যবস্থাই অনুসরণ করিতে হইবে।†

বিশ্বজগতে মানুষের স্থান: কমিউনিজম বিশ্বজগতে মানুষের স্থান নির্ণয়ে বলিয়া থাকে "মানুষ জড়পদার্থের (Matter) এক উন্নত প্রণালী—ক্রমবিবর্তনের (Evolution) ফলেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। সে অন্যান্য জীবের ন্যায়ই প্রাণ বিশিষ্ট, প্রাকৃতিক শক্তি (Natural Power)। বস্তুর উৎপাদনই তাহার কাজ। রাষ্ট্ররূপ যন্ত্রের সে একটি অংশ। মূল যন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্র যেভাবে চলিবে তাহাকেও সেই ভাবেই চলিতে হইবে; তাহার কোন নিজস্ব স্বত্ত্বা ও অধিকারের দাবী থাকিতে পারেনা। সে শুধু উৎপাদনে একটি উপায় বস্তু" (Means of Production) কিন্তু ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে, সে সৃষ্টির সেরা

§ এ সম্পর্কে তর্জুমানের সপ্তমবর্ষের নবম ও দশম সংখ্যায় এই নগণ্যখাদেমের লেখা 'জাতীয় উন্নয়নে ধর্মের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

† Civilization on Trial মানব ধর্ম (মওলানা মোঃ ফজলুল করিম)

www.ahlehadeethbd.org

আশরাফুল মাখলুকাত—সে বিশ্বপ্রভু জগতস্বামী আল্লার প্রতিনিধি। আল্লাহ বলেন وهو الذى جعلكم خلائف الارض তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ায় (তাহার) প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। (৬ : ২০ রুকু)

আল্লাহ আরও বলেন,

فاذ سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين

(২৫ : ২৯ আয়ত)

এবং যখন আমি তাহাকে (আদমকে) সুগঠিত করিলাম এবং আমার রুহ তাহার মধ্যে ফুকিয়া দিলাম তখন তাহারা (ফেরেশতা) তাহার সম্মানার্থে সেজদায় পড়িল"। মানুষের জন্ম প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন

الم تر ان الله سخر لكم ما فى الارض والفلك تجرى فى البحر بامره

'হে মানব তুমি কি দেখিতেছনা যে, আল্লাহ তোমার জন্য আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন ভূতলের সবকিছুকে এবং আল্লার নির্দেশক্রমে সাগরের প্রবহমান জলযানগুলিকে (২২ : ৬৫)

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره

'তিনি তাহার নির্দেশক্রমে রাত্রি, দিবা, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলীকে তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন'। (১৬ : ১২)

ইসলামের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কারণ : কমিউনিজমের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল ঘটনার মূলে শুধু অর্থনৈতিক কারণ সমূহই (অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্ক—Economic Production Relation) ক্রিয়া করিয়া থাকে।" কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই বিষয়ে ইসলামের ভূমিকা চিরন্তন সত্য ও অটুট যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সামান্য আলোচনাতেই ইহা প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

মানুষের সাধারণ স্বভাব ও প্রকৃতি স্থান কাল সকল অবস্থাতেই একরূপ; ইহা অপরিবর্তনীয়। সৃষ্টির আদিতে যেমন বিভিন্ন মনোবৃত্তি ও রুচি সম্পন্ন লোক বিদ্যমান ছিল এখনও সেইরূপ অবস্থাই বর্তমান। তখনও লোক সমাজে একশ্রেণীর মানুষ কল্যাণজনক ও জনহিতকর কাজে আগ্রহশীল ছিলেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এখনও এরূপ মহান লোক আছেন এবং তাহারা মানবতার কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যপক্ষে অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজে প্রবণতা সম্পন্ন একশ্রেণীর লোক মানবতার ক্ষতিসাধন করিয়া চলিয়াছে সৃষ্টির আদি হইতেই। অতএব মানুষের চিরন্তন স্বভাব ও প্রকৃতিই ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এই স্বভাব ও প্রকৃতি আল্লার দেওয়া; ভাল ও মন্দ—কল্যাণ ও অকল্যাণ বুঝিবার এবং নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিবার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে প্রদান করিয়াছেন।

আল্লাহ প্রদত্ত আগুনের দাহিকা শক্তি, পানির জীবনীশক্তি এবং বায়ুর প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতা যেমন অপরিবর্তনীয়—আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের স্বভাবও তেমনি অপরিবর্তনীয়।

আল্লাহ কোরানে বলেন :

(১) فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

'ইহাই হইতেছে আল্লার সেই স্বাভাবিক বিধান, মানুষকে তিনি যে বিধানের উপর পয়দা করিয়াছেন; আল্লার সৃষ্টিতে কোনও পরিবর্তন নাই'। (৩০ : ৩০)

(২) فلن تجد لسنت الله تبديلا' ولن تجد لسنت الله تحويلا

'কিন্তু আল্লার নিয়মের তুমি কোনও পরিবর্তন দেখিতে পাইবেনা; আর আল্লার নিয়মের কোনরূপ অন্যথাও তুমি দেখিতে পাইবেনা'।

প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষের মনোবৃত্তি এবং সৎ ও অসৎ গুণাবলী একইভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি বিভিন্ন সদ্‌গুণাবলীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধিকারী হইয়া কাজ করিয়া যায় তখনই সেই জাতি বা ব্যক্তি উন্নতি করিতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি অন্যায় বা অপকর্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে, ভোগবিলাসের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয়, অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ ও জুলুমে মানুষকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে তখনই সেই ব্যক্তি বা জাতির অবনতি আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী জাতি সমূহের উত্থান পতনের—ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের মন্তব্যের স্বপক্ষে কোরানের কয়েকটি আয়ত উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

'নিজের অর্জিত সুফল সেই ভোগ করিবে এবং নিজের অর্জিত কুফলও তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে' (২: ২৮৬)

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس

'বিপর্যয় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে প্রান্তরে ও সাগরে মানুষের স্বহস্ত অর্জিত কর্মের ফলে' (৩০: ৪১)

ولكل درجت مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون

নিজেদের কৃত কার্যকলাপ অনুসারে প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন দরজা আছে: বস্তুতঃ উহাদের কর্ম সম্বন্ধে তোমার প্রভু কখনই উদাসীন নহেন। (৬: ১৩৩)

الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الارض مالم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهر تجرى من تحتهم فاهلكنهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين

'তাহারা কি ভাবিয়া দেখেনা—তাহাদের পূর্ববর্ত্তী এমন কত যুগমণ্ডলীকে আমরা হালাক করিয়া দিয়াছি—তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম তোমাদের অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্টরূপে—মুষলধারে বর্ষণকারী জলদ পুঞ্জকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের উর্দ্ধদেশে আর নদনদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম তাহাদের অধঃদেশ দিয়া; কিন্তু এসব সত্বেও, তাহাদের পাপের ফলে তাহাদিগকে আমরা হালাক করিয়াছি এবং অন্য এক যুগমণ্ডলীকে তাহাদের স্থলে উদ্ভূত করিয়াছি"। (৬ : ৬)

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون

কিন্তু তাহাদের মধ্যে জালেম ছিল যাহারা; যে কথা বলা হইয়াছিল তাহাদিগকে তাহাকে অন্য কথায় বদলাইয়া ছিল তাহারা; সুতরাং তাহাদিগের উপর আমরা আকাশ হইতে আজাব নাজেল করিয়া দিলাম, এইরূপ অনাচার করিতে থাকার ফলে'। (৭: ১৬২)

وما كنا مهلكى القرى الا واهلها ظلمون

কোনও জনপদকে আমরা হালাক করিনা—যাবৎ তাহার অধিবাসীরা জালেম হইয়া না পড়ে'। (২৮: ৫৯)

لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ثم رددنه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فلهم اجر غير ممنون

'নিশ্চয়, মানুষকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি শ্রেষ্ঠতম উপাদনে, তৎপর তাহাকে উপনীত করিলাম হীনতার নিম্নতম স্তরে, কিন্তু যাহারা ইমান আনিল ও সৎকর্ম সকল সম্পন্ন করিল তাহাদের জন্য রহিয়াছে অনন্ত পুণ্য ফল'। (৯৫ : ৪—৬)

উল্লিখিত আয়ত সমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে যাহারা সৎকর্ম সম্পন্ন করে ও উত্তম কার্য করিয়া যায় তাহারাই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় ও সমৃদ্ধিলাভ করে; অন্যপক্ষে যাহারা অন্যায় করে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাহারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মানুষের এই দ্বিবিধ কর্মফলেই সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সৃষ্টি হয়; ইহাই কোরানের শিক্ষা; আল্লার শাশ্বত সনাতন বিধান।

প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, এবং তাহার জবাব প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রয়োজন আছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক মানুষ পুরুষানুক্রমে সর্বপ্রকার অপকর্ম ও পাপাচারে মগ্ন থাকিয়াও এবং মানুষের উপর সর্বপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইয়াও বহাল তবিয়তে প্রতিষ্ঠিত থাকে; সমাজ ও জাতির ক্ষেত্রেও ইহাই দেখা যায়। তাহাদের উপর আল্লার সাধারণ বিধান কার্যকরী হয়না কেন? তবে কি আল্লার বিধান ও আইন সমভাবে প্রযোজ্য নহে?

উত্তরে আমরা বলিব যে, আল্লার বিধান সর্বসময়েই সমভাবে কার্যকরী হইয়া থাকে। আল্লাহ মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং এই কারণেই মানুষ অন্যায় করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে শাস্তি দেন না, তাহার অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা ও শোধনের সুযোগ তিনি তাহাকে দিয়া থাকেন; তিনি চান যে, মানুষ অন্যায় করিয়া ফেলিলেও যেন আবার ভাল হবার সুযোগ লাভ করে এবং নিজের সংস্কার সাধন করিয়া মানবতার ও নিজের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হয়। কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তি বা সমাজ নিজের মহৎ কাজে অগ্রসর না হয় এবং ক্রমাগত অন্যায়ই করিতে থাকে তবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য; আল্লাহ অন্য দলকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করেন।

তাই কোরান ঘোষণা করে:—

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك
على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى
اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده
بصيرا

"আর আল্লাহ যদি মানুষকে তাহাদিগের অর্জিত কর্মের জন্য (সঙ্গে সঙ্গে) গ্রেফতার করিতেন, তাহাহইলে জমিনের পিঠের উপর একটি চলন্ত মানুষকেও বাদ দিতেননা—কিন্তু তাহাদিগকে তিনি অবকাশ দিয়া থাকেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সেমতে তাহাদের কালসীমা যখন সমাগত হয় সে অবস্থায়, আল্লাহ তো নিজ বান্দাদের অবস্থা দেখিতেছেন।" (৩৫: ৪৫)

ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستا
خرون ساعة ولا يستقدمون

"বস্তুতঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটা অবধারিত সময় রহিয়াছে, অতএব যখন উপস্থিত হইয়া যাইবে তাহাদের সেই সময় তখন আর তাহার এক মুহূর্তও অগ্রপশ্চাৎ করিতে পারিবেনা তাহারা। (৭: ৩৪)

وربك الغنى ذو الرحمة ان يشا يذهبكم
ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشا كم
من ذرية قوم اخرين

"এবং তোমার প্রভু হইতেছেন বেনেয়াজ, দয়াশীল; ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তিনি অপসারিত করিবেন; আর তোমাদের পরে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত নিয়োজিত করিবেন (অন্য জাতিকে) নিজের (মঙ্গল) অভিপ্রায় অনুসারে—যেরূপে তোমাদিগকে তিনি অন্য এক জাতির বংশধরদিগের মধ্য হইতে উত্থাপিত করিয়াছেন'। (৬: ১৩৪)

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও পরিবর্তনশীল ঘটনার কারণ নির্ণয়ে উভয় আদর্শে বৈসাদৃশ্য

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অসারতা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই মতবাদ অনুযায়ী "পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে (thesis and antithesis) সংঘাতের ফলে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয় (Synthesis) এবং ইহা পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা উত্তম হয় এবং এই নূতন অবস্থায় পূর্ববর্তী অবস্থার কিছু উপাদান থাকিয়া যায়"। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব। নৈতিক অধঃপতন ও অন্যান্য কারণেই মানুষের পতন ও অবনতি আসে এবং নৈতিক উন্নতি ও অন্যান্য মহৎজ্ঞানের সমন্বয় ঘটে যাহাদের মধ্যে তাহারাই উন্নতি করে এবং আল্লার শাশ্বত চিরন্তন বিধান আপন গতিতে কাজ করিয়া যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে মজলুম জনগণ ধৈর্যের শেষ সীমায় গিয়া যখন পৌঁছে তখন নূতন নেতৃত্বে জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়, সংগ্রাম জয়যুক্ত হওয়ার পর পরাজিত কোন কোন সময়ে জালেমগণের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। কোরানে এই প্রসঙ্গে বহু নিদর্শন বিদ্যমান। জালুত বাদশার অত্যা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চারে মানুষ যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন তাহার বিরুদ্ধে তালুতের আবির্ভাব হয়। জালুত পরাজিত ও নিহত হয়। বিজেতাগণ শান্তিপূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবতার কল্যাণ সাধন করে।

এই ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ বলেন :

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العلمين

"বস্তুতঃ আল্লাহ যদি মানব সমাজের একদলের দ্বারা অন্যদলকে অপসারিত না করিতেন তাহা হইলে বিশ্ব-সংসার বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু (এরূপ হইতে পারেনা)—কারণ আল্লাহ হইতেছেন সকল বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহশীল। (২ : ২৫১)

অন্যত্র জালেম মক্কাবাসীদের সহিত বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভ প্রসঙ্গে বলা হয় :

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز

বস্তুতঃ আল্লাহ যদি মানব সমাজের একদলকে দিয়া অন্যদলকে প্রতিনিবৃত্ত না করিতেন, তাহা হইলে মঠ, গির্জা, উপাসনা গৃহ এবং মসজিদগুলি যাহাতে আল্লার নাম করা হয় বহুলভাবে নিশ্চয় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইত। আল্লার কাজে সাহায্য করিবে যে কেহ, আল্লাহ তাহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হইতেছেন যথেষ্ট শক্তিমান ও পরাক্রান্ত। (২২:৪০)

ঘটনা পরিবর্তনের মূলে ও নূতন অবস্থা ও পরিস্থিতি সৃষ্টির পশ্চাতে আল্লার অদৃশ্য হস্ত ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং ইহা হইয়া থাকে মানুষের কর্মফলের কারণেই। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র আরববাসী নীতি নৈতিকতা বর্জন করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল, এবং তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যেও মানুষ মহৎ গুণাবলী পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকার অধর্ম ও অপকর্মের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়াছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মানবতা ও নৈতিকতার তখন চরম দুর্দিন। এই অবস্থায় সভ্যতাও সংস্কৃতির উদ্ধার ও মানবতার কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও সমাজ সংস্কার এবং নূতন বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাজনৈতিক পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া উঠে। তাই বিশ্বনবীর আবির্ভাব। তিনি তাঁহার সামান্য সংখ্যক অনুচর সহ মানবতার কল্যাণে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, আর বিশ্বপ্রভু আল্লাহ স্বয়ং এই সংগ্রামে তাহাকে সাহায্য করেন। কোরআনের ভাষায় বলা যায় :—

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور

"সেই সমস্ত লোক (কে সাহায্য করিব, যাহাদের অবস্থা এই যে) আমরা যদি তাহাদিগকে কোন দেশের (হুকুমতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেই তাহারা নামাজকে কায়েম করিতে ও জাকাত প্রদান করিতে থাকিবে আর (জনগণকে) সত্য ও সঙ্গত কাজের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং মন্দ ও কার্য্য কাজ হইতে তাহাদিগকে নিবারণ করিবে, বস্তুতঃ সকল কাজের আনজাম আল্লাহই অধিকার ভুক্ত"। (২২:৪১)

ক্রমবিকাশ (Evolution) জোয়ার-ভাটা

"সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমবিকাশ ও মানব জাতির ক্রমোন্নতি হইয়া চলিয়াছে"। ইহাই কমিউনিজমের কথা। "মানুষ সর্বদিকদিয়া (নৈতিকতার দিকদিয়াও) উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন যুগের মানুষের সহিত আধুনিক মানুষের তুলনা করিলে অবশ্যই প্রমাণিত হইবে যে বস্তুতান্ত্রিক দিকদিয়া মানুষ যেমন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতেছে, চারিত্রিক ও নীতিনৈতিকতার (?) দিক দিয়াও মানুষ সেইরূপ উন্নতি করিয়া চলিয়াছে।" দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী (Dialectic Materialism) আদর্শের ইহা একটি মৌলিক কথা। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষই এই প্রকাণ্ড অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেনা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুল কাদের

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর হাকিম হজরত আবুবকর ও ওমরের দেহাবশেষ মিসরে আনাইয়া তাঁহাদের কবরের উপর সমাধিভবন উঠাইতে চাহিলেন। তাঁহার অনুচরেরা গোরস্তানের নিকটস্থ জনৈক সৈয়দকে ঘুষ দিয়া তাঁহার সাহায্যে কবরে যাইবার পথ খনন করিতে লাগিল। হজরতের রওজা মুবারকও সেখানে অবস্থিত। সহসা ভীষণ ঝড় উঠায় নাগরিকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। অনেকে হজরতের রওজায় আশ্রয় লইল। তথাপি ঝড় বন্ধ না হওয়ায় যে আলীবংশীয় লোকটি কবর খননে সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহার মনে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হইল। তিনি শাসনকর্তার নিকট গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। শাসনকর্তা তাহাকে শাস্তি দিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যাগের আদেশ দিলেন।

অধিকাংশ মিশরীই মালিকী মজহাবের লোক বলিয়া হাকিম ১০১০ খৃষ্টাব্দে মালিকী আইন শিক্ষাদানের জন্য একটি কলেজ ও পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ আবুবকর আলাকী ও অধ্যাপকেরা দরবারে সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন; খলীফা তাহাদিগকে শাহী খেলাআত উপহার দিলেন। মোটের উপর শিয়াদিগকে বেশী না চটাইয়া সুন্নীদিগকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করাই ছিল হাকিমের নীতি

প্রতিক্রিয়া—১০১১ খৃষ্টাব্দে সহসা এই নীতির পরিবর্তন ঘটিল। সম্ভবতঃ শিয়াদের বিরক্তিই ইহার কারণ। এবৎসর শিয়ামতে আজানদানের, তস্‌বিহ ও 'নিদ্রার চেয়ে নামাজ ভাল' এই কথাটা বর্জনের এবং 'সর্বোত্তম কাজে এস', এই বাক্য সংযোগের আদেশ প্রদত্ত হইল। তারাবিহ ও সালাতুষ্‌যুহা দুইই নিষিদ্ধ হইয়া গেল। পুরাতন মসজিদের ইমাম তারাবিহ পড়াইবার অপরাধে নিহত হইলেন। প্রাসাদে আবার জ্ঞানের সভা বসিতে ও ইসমাঈলীয়াদের নিকট হইতে বিবিধ চাঁদা আদায় হইতে লাগিল।

হাকিমের অনুগ্রহে উপস্থিত হইয়া সুন্নীরা শিয়াদিগকে অপমানিত করিতে আরম্ভ করে। ডি লেসীর মতে সম্ভবতঃ এবৎসর, (কিন্তু অল্‌মুসিনের মতে ১০১০ ও তারিখ ই-জাফরীর মতে ১০১৪ খৃষ্টাব্দে) একদল শিয়া এরূপ অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া ন্যায় বিচারের জন্য প্রাসাদে আসিল। কিন্তু খলীফার দর্শন পাইলনা। অনেকে সারারাত প্রাসাদের সম্মুখে বসিয়া রহিল। পরদিন তাহাদের উচ্চ চিৎকারে বিরক্ত হইয়া কাসদ তাহাদিগকে স্থান ত্যাগের আদেশ দিলেন। তখন তাহারা কাজীর নিকট গমন করিল। সেখানেও প্রতিকার না পাইয়া তাহারা নিষ্ফল আক্রোশে প্রথম খলীফাত্রয়কে অভিশাপ দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

সুন্নীতোষণ—হাকিম ক্রুদ্ধ হইয়াসাহাবাগণকে অভিশাপ দেওয়া কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। অচিরে কয়েকব্যক্তি এই অপরাধে দণ্ডিত হইল। একদা তিনি এক সরাইখানার দ্বারে এরূপ অভিশাপ লিখিত দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। এরূপ লেখার জন্য সর্বত্র কঠোর অনুসন্ধান চলিল; যাহা পাওয়া গেল, তাহা বিনষ্ট করা হইল। সুন্নীদের প্রিয়পাত্র হওয়াই ছিল এসকল সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। দরিদ্র লোক এবং বিভিন্ন মসজেদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ভরণ পোষণের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া তিনি তাঁহাদের আরও ভক্তি আকর্ষণের প্রয়াস পাইলেন।

১০১৩ খৃষ্টাব্দের রমজানে হাকিম তাঁহার সাময়িক গোঁড়ামির চরমে পৌঁছিলেন। প্রতি শুক্রবারে তিনি সাধারণ পোষাক ও মণিমুক্তা হীন পাগড়ী পরিয়া গাধায় চড়িয়া রশীদা মসজিদে গিয়া স্বয়ং ইমামতি করিতেন; সঙ্গে থাকিত শুধু একখানা রৌপ্য খচিত তরবারি. পথিমধ্যে যে কোনও লোক তাঁহার হাতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দরখাস্ত দিতে পারিত ; তিনি সরাসরি তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। ২৭শে রমজান তিনি অনুরূপ নিরাড়ম্বরভাবে পুরাতন মসজিদে গিয়া খুৎবা পাঠ ও ইমামতি করিতেন। কোন ফাতিমিয়াই পূর্বে এরূপ করেনাই। এই মাসেই তিনি মসজিদে বিরাট বাতি-দান উপহার দেন। ঈদুল আজহার নামাজ অনুরূপ নিরাড়ম্বরে সম্পন্ন হইত।

নিজে জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিলেও ১০১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জ্যোতিষিগণকে নির্বাসিত করার আদেশ জারি করিলেন। কেবল যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া কাজীর নিকট হলফ লইলেন, তাহারাই দেশে থাকার অনুমতি পাইল। গায়কদের ভাগ্যেও একই দশা জুটিল।

সুন্নী নিপীড়ন—১০১০ খৃষ্টাব্দ হইতে হাকিম সুন্নীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতে-ছিলেন। ১০১৪ খৃষ্টাব্দে এই নীতির পরিবর্তন ঘটিল। তিনি মসজিদে বা আলিম, মুয়াজ্জিন, প্রভৃতিকে উপহার দান বন্ধ করিলেন। মালিকী কলেজও বন্ধ করিয়া দিলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার পাইলেন, অধ্যক্ষ আবুবকর ও তাঁহার জনৈক সহকারী এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

খোদাই দাবী—১০১৭ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন্ ইসমাঈলু দারাজি নামক এক পারসিক দাই মিসরে আসিলেন। আত্মার পুনরাবর্তনে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। অচীরে তিনি হাকিমের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া বহু উপহার লাভ করিলেন। ক্রমে দারাজি খলীফাকে বুঝাইলেন, তিনি খোদার অবতার। ইহার সমর্থনে ধূর্ত দাই একখানা কিতাব পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইলেন যে, খোদা তালা আদমের দেহে যে রুহ ফুকিয়া দেন, তাহা হজরতের মারফতেআলীর দেহে ও তথা হইতে পরিণামে হাকিমের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। খলীফাও তাহাই বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার উপর দাইর এত প্রভাব ছিল যে, তিনি তাঁহার উপর অনেক রাজকার্যের ভার ছাড়িয়া দিলেন। দারাজীর তোষামোদ না করিয়া কাহারও খলীফার নিকট যাওয়ার উপায় ছিলনা।

বহু প্রগতিশীল শিয়া দারাজির মত গ্রহণ করিল। একদল অনুচর লইয়া পুরাতন মসজিদে গিয়া তিনি তাঁহার কিতাব পাঠ আরম্ভ করিলেন। জনৈক তুর্ক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে পড়িলেন। এই অপরাধে তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন ; অল্প অপরাধের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। সুন্নীরা তাঁহাকে শহীদী দরজা প্রদান করিল ; তাঁহার কবরগাহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তীর্থস্থান হইয়া রহিল। আবুল মহসিন সেযুগের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক। তাঁহার মতে দারজি প্রাসাদে পলাইয়া যান। তুর্ক সৈন্যেরা প্রাসাদ ঘেরিয়া ফেলিল। খলীফা উদ্ধত সাহসে জবাব দিলেন দারজি সেখানে নাই, তিনি মরিয়া গিয়াছেন। হাকিম মিথ্যা বলিলেন, তথাপি ভক্তকে যমের হাতে তুলিয়া দিলেন না।

আবুল মহসিনের মতে খলীফা এসময়ে প্রকাশ্যে দারাজির মতের সমর্থন করিতেন না। তাঁহার অর্থ-সাহায্যে দাই লেবানন পর্বত মালায় পলাইয়া গেলেন। অজ্ঞ গিরিবাসীরা দলে দলে তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া দুরুজ নামে পরিচিত হইল। তাহাদের ধর্ম একপ্রকার অদ্বৈতবাদ; বহু বিষয়ে উহা অজ্ঞেয়বাদের নিকটবর্তী। তাহারা নিজেদের ধর্ম বহির্জগত হইতে প্রচ্ছন্ন রাখে বলিয়া তাঁহাদের নানা বদ্ নাম আছে ; কিন্তু দুরুজ-ধর্মের নৈতিকতা বাস্তবিকই নির্মল।

সম্ভবতঃ কিছুদিন পরে হাসান আল্ আখরাম নামক ফরগনার আর এক পারসিক হাকিমের বিশ্বাস জন্মা-ইলেন যে, তিনি সত্যই খোদার অবতার। হাসান ঐক্ত শিয়াদের সাহায্যে একটী দল গঠন করিলেন, তাহারা ইসলামের সমস্ত চিরাচরিত আচরানুষ্ঠান বাতিল করিয়া দিল। একদা তিনি ৫০জন অনুচর লইয়া পুরা-তন মসজিদে গমন করিলেন, কাজী তখন বিচারে ব্যস্ত। দর্শকদের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিয়া তাহারা তাঁহার হাতে একখানা দরখাস্ত দিল। তাহা দাতা ও দয়ালু হাকিমের নামে আরম্ভ করা হয়। খোদার এমন বে-হুজ্জতীতে কাজীর বিরক্তির সীমা রহিল না। তিনি তার স্বরে এই ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করিলেন। উপস্থিত জনতা এত ক্রুদ্ধ হইল যে নাস্তিকদলকে আক্রমণ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বসিল। তাহাদের কয়েকজন নিহত হইল, কিন্তু আখরাম পলাইয়া গেলেন।

যে সকল দাই এ সময় হাকিমকে খোদা বলিয়া প্রচার করিতেন, পারস্যের জাওজান নিবাসী হামজা বিন আকী তাঁহাদের অন্যতম। দুরুজেরা তাঁহাকে তাহাদের ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। তিনিই দারাজের মতকে ছয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। সম্ভবতঃ ১০১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি খলীফার সহিত গোপনে মিলিত হইলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে হাকিমের খোদাই দাবী প্রকাশ্যে ঘোষিত হইল, তিনিও তাহা মানিয়া লইলেন। দুরুজেরা এই বৎসর হইতে হোমজাই সন গণনা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় মত প্রচারের জন্য হুমজা সিরিয়া ও মিসরের সর্বত্র চর পাঠাইলেন। তাঁহার প্রভাবে হাকিম নামায পাঠ, মস্‌জিদে গমন প্রভৃতি, ইস্‌লামের সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান বর্জন করিলেন, হজ্জযাত্রা, কাবায় গেলাফ প্রেরণ প্রভৃতিও বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে সুন্নীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইল কিন্তু উগ্র শিয়ারা তাঁহাকে সিজ্‌দা করিতে লাগিল।

অমুসলমান নির্যাতন—হাকিমের আমলের প্রথম ১০ বৎসর ইহুদী ও খৃষ্টানেরা আজীজের আমলের সমস্ত সুখ-সুবিধা ভোগ করে। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে সহসা তাহাদের বিরুদ্ধে অতীতের (৬৪৬ খৃঃ) দণ্ডমূলক আইন পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য দূরে যাইতে হইবেনা। ফাতিমিয়া খলীফারা তাহাদিগকে অযথা অনুগ্রহ করিতেন। বে-সামরিক সরকারী চাকরীর অধিকাংশই তাহাদের দ্বারা পূর্ণ করা হইত। ফহদ, ঈসা, প্রভৃতি খৃষ্টান এ সময়েই মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ফলে অ-মুসলমানদের অর্থ ও ঔদ্ধত্য দুইই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোকে তাহাদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিতরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠে। কাজেই হাকিমের কাজে বিস্মিত হওয়ার কোনই কারণ নাই,

মধ্যযুগের এক খলীফা যে এভাবে জনমতের চাপে তাহার স্বরাষ্ট্র নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হন, তাহাই কৌতূহলের বিষয়।

ইহুদীরা পীত ও খৃষ্টানেরা কৃষ্ণ বা গাঢ় নীলবর্ণের পাগড়ী পরিতে আদিষ্ট হইল। তাহাদের নিকট দাস-দাসী বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়া গেল (১০০৪)। ১০১৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা অশ্বারোহণ না করিতে আদিষ্ট হইল। খৃষ্টানেরা দুই শতাব্দী পূর্বে স্বেচ্ছায় কৃষ্ণবর্ণের পোষাক গ্রহণ করে, কপ্ট পাদ্রীরা অদ্যপি উহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অশ্বারোহণ সৈনিকের নিদর্শন হইয়া দাঁড়ায়। হাকিম স্বয়ং গর্দ্দভ ব্যবহার করিতেন। কাজেই এই সকল বিধি নিষেধকে অন্যায় বলা চলেনা।

লোকের আপত্তি দূর করার জন্য হাকিম প্রথমে প্রধান কর্মচারীদিগকে চাপ দিয়া মুসলমান করিতে চাহিলেন। ফহদ বিন ইব্রাহীম ছিলেন ৯৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কায়দের অধীনে রাইস বা সহকারী সেনাপতি। তিনি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত হইলেন। তাঁহার শব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। একজন মুসলমান তাঁহার শূন্যপদ প্রাপ্ত হইলেন। ঈসা বিন নেস্তেরিয়াসের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল (১০০৩)। ৯ জন অ-মুসলমান কেরাণীর মধ্যে চারজন এভাবে নিহত হইলেন, একজন (আবু-নাজাঃ) ১৮০০ কশাঘাত খাইয়া মারা পড়িলেন। বাকী চারিজন মুসলমান হইলেন, তন্মধ্যে একজনের দীক্ষার রাত্রেই মৃত্যু হইল। অথচ ইসলাম এইরূপ কঠোরতার সমর্থন করেনা। তবে হাকিম সীমা লঙ্ঘন করিলেন না। ফহদের ফাঁসীর পরে তিনি তাঁহার সন্তানিগণকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। কেহ যেন তাহাদের কোন ক্ষতি না করে, তজ্জন্য এক আদেশ জারি হইল। দণ্ডমূলক আইন রহিত হইলে উপযুক্ত নব দীক্ষিত প্রধান কেরাণী ও জন আবার খৃষ্টান হইয়া যান; হাকিম তাহাদিগকে আইন সঙ্গত শাস্তি হইতে রক্ষা করেন।

১০০৪।৫ খৃঃ হাকিম মুকাত্তাম শৈলে বিপুল কাষ্ঠ সমাবেশ করিলেন। জনরব উঠিল, তিনি সমস্ত অ-মুসলমান কর্মচারীকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন। কিছুকাল হইতেই দাহন-দণ্ড প্রয়োগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইতেছিল। কাজেই জনরব প্রায় অবিশ্বাস্য হইলেও একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলেনা। ফলে কেরানী মহলে ভীষণ আত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা মিছিল করিয়া শোক করিতে করিতে প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইয়া খলিফার করুণা ভিক্ষা চাহিলেন। কাসদ তাহাদের দরখাস্ত নিয়া প্রভুর নিকট পেশ করিলেন। পরদিন তাহারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাইলেন। মুসলমানেরা বাদ পড়িল না। যে সকল বণিক ও নাগরিক দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহারাও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি পাইলেন।

১০০৮ খৃষ্টাব্দে হাকিমের অ-মোসলমান বিরোধী নীতি আরও কঠোর হইল। গির্জ্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। ইষ্টার পর্বের পূর্ব দিন, ক্রুসের উৎসব ও এফিপেন্নী পর্বে মিছিল বাহির করা নিষিদ্ধ হইল। তাঁহার আদেশে পুরাতন মস্‌জিদের দ্বারে বহু ক্রুশ প্রকাশ্যে ভস্মীভূত হইল, প্রদেশেও এরূপ করার জন্য আদেশ জারি হইল। কয়েকটি গির্জার মধ্যে ক্ষুদ্র মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রীতিমত আজান দান চলিতে লাগিল। মাকসের রাস্তার গির্জ্জাগুলি ও আল মসিসার কপ্ট গির্জ্জা বিধ্বস্ত করিয়া খলীফা উহাদের দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন। আরও বহু গির্জ্জা লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত এবং উহাদের পবিত্র পাত্র ও আসবাব পত্র মোসলমানদিগকে প্রদত্ত বা বাজারে বিক্রীত হইল ফোস্তাত ও দায়রুল ফারবের গির্জ্জা লুণ্ঠনকারীদের ভাগ্যে পড়িল। অনেকেই গির্জ্জা ও মঠে সঞ্চিত অর্থের সন্ধানের জন্য দরখাস্ত করিয়া অনুমতি পাইল। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস ছিল, তহসিলদার হইয়া খৃষ্টানেরা তাহাদিগকে গুরুতররূপে প্রতারিত করে। অন্যান্য প্রাচ্য সরকার অপেক্ষা ফাতিমিয়ারা কর্মচারীদের উপর নিবিড়তর ও অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তথাপি এই বিশ্বাস যে কতকটা সত্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই প্রথম অবস্থায় এই প্রকার অত্যাচার যে জনপ্রিয় ছিল, তাহা সুস্পষ্ট। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, য়িহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লোকে বিরক্ত ছিল—রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী হিসাবে, তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য নহে।

কিন্তু উচ্চ দায়ত্বপূর্ণ রাজপদে অমোসলমানদের নিয়োগ বন্ধ হইতে পারে, তাই উৎপীড়ন কখনও এত গুরুতর হয় নাই। ১০১০ খৃষ্টাব্দে সালেহ বিন আলী রুদবারী পদচ্যুত হইলে মনসুর বিন আবদুল তাঁহার স্থলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ন্যায় তদীয় উত্তরাধিকারী জারা বিন ঈসা বিন নেস্তোরিয়াসও খৃষ্টান। কাজেই ধর্ম হইল আমীরদের আক্রমনের অন্যতম যুক্তি।

বহু খৃষ্টান কর্মচারী কশাঘাতে নিহত ও তাঁহাদের দেহ কুকুরের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। আমীরেরা মনসুরকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া তিনিও বেত্র দণ্ডের হাত হইতে রেহাই পাইলেন না। খলীফার লোকেরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বন্ধুরা তখনও জীবনের স্পন্দন আছে অনুভব করিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার যথারীতি কাজে যোগদান করেন।

সময় সময় খৃষ্টানদের পক্ষ হইতেও অত্যাচারের প্রেরণা আসিত। জন নামক এক সন্ন্যাসীকে পেট্রিয়ার্ক কিছুতেই বিশপ নিযুক্ত করিতে স্বীকার না করায় তিনি খলীফার নিকট নালিশ করিলেন। তাঁহার দরখাস্তে লেখাছিল, "আপনি এই দেশের রাজা: কিন্তু খৃষ্টানদের রাজা (অর্থাৎ পেট্রিয়ার্ক) বিপুল অর্থবলে আপনার চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। তিনি টাকা লইয়া বিশপের পদ বিক্রয় করেন; তাঁহার কার্যাবলী ভগবানের অসন্তুষ্টিকর"। ইহাতে প্রভাবান্বিত হইয়া হাকিম গির্জ্জাগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন; বৃদ্ধ পেট্রিয়ার্ক আকারিয়া ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। পরদিনই জেরুযালেমের পুনরুত্থান গির্জ্জা ধ্বংসের জন্য আদেশ জারি হইল। খৃষ্টান কেরানী ইবনে শারিখুন এই চিঠির মুশাবিদা করিলেন; স্বয়ং ইবনে আবদুল তাহাতে দস্তখত দিলেন। ইহা ছিল খৃষ্টান জগতের সর্বপেক্ষা বিখ্যাত ও সম্মানিত গির্জ্জা। কাজেই ইহা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হওয়ায় সমস্ত খৃষ্টান বিশেষতঃ গ্রীক সাম্রাজ্য ও মিসর সাম্রাজ্যের খৃষ্টানেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। ইসলাম অত্যাচারী শক্তি বলিয়া তাহাদের ভ্রান্ত ধারনা জন্মিল (১০১০)।

অল্পদিন পরে হাকিম প্রদেশের গির্জ্জাগুলি ধ্বংস ও উহাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র বাজেয়াপ্ত করিতে এবং সমস্ত বিশপকে ধৃত করিতে ও খৃষ্টানদের সহিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিতে আদেশ দান করিলেন। ফলে বহু খৃষ্টান মোসলমান হইয়া গেল; কয়েক স্থানে তাহারা শুধু বৈষম্যমূলক চিহ্ন পরিত্যাগ করিল; লোকে তাহা দেখিয়াও দেখিলনা।

পেট্রিয়ার্ক তিন মাস কারাগারে রহিলেন। তাঁহাকে ইস্‌লাম গ্রহণে প্রলুব্ধ করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। জনৈক খৃষ্টান তহ্‌শিলদার ৩০০০ মোহর তস্‌রুফের অপরাধে তাঁহার সঙ্গে বন্দী ছিলেন। বনী কোর্‌রাগোত্রের মাহ্‌দী বিন্ মোকারাও নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব ছিল। মাহ্‌দী ছিলেন আবার খলিফার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। তিনি তহ্‌শিলদারের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তহ্‌শিলদার পেট্রিয়ার্কে রাখিয়া মুক্তি লাভ করিতে অসম্মত হওয়ায় আরব সর্দার কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া ঐ কারাগারের সমস্ত খৃষ্টান বন্দীর মুক্তি ভিক্ষা চাহিলেন। খলীফা তাহাতে সম্মত হওয়ায় খৃষ্টানেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এভাবে ভুলে মুক্তি লাভ করিয়া পেট্রিয়ার্ক পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। তিনি হারির উপত্যকায় গিয়া ১০ বৎসর লুকাইয়া রহিলেন। খলীফার লোকেরা বেদুইনদের ভয়ে স্থানীয় গির্জ্জাটী নষ্ট করে নাই।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে অমুসলমান উৎপীড়ন আরও কঠোর হইল। বহু খৃষ্টান অলঙ্কার হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ ব্যবহার করিত; অনেক সময় এগুলি চাদরের নীচে থাকিত। তখন তাহারা এক কাগজ কাষ্ঠের ক্রুশ বহনে আদিষ্ট হইল। ইহুদীরাও তাহাদের পরিচয় জ্ঞাপক কাষ্ঠ অনুরূপ আকারে প্রস্তুত করার আদেশ পাইল। যেটী ঠিকমত হইত, তাহাতে খলীফার নামের মোহর মারা থাকিত

অ-মুসলমানদের পক্ষে মুসলমান চাকর রাখা, দাসদাসী ক্রয় করা বা ডাইন হাতের আঙ্গুলে আংটী পরা নিষিদ্ধ হইল। মুসলমান পশু বিক্রেতারা তাহাদের নিকট চড়িবার পশু ভাড়া দিতে ও মুসলমান মাঝিরা তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইতে পারিবেনা বলিয়া ফোস্তাত ও অল-কাহেরায় আদেশ জারি হইল। ইহা এড়াইবার জন্যও অনেকে মুসলমান হইয়া গেল। অনেক আবার খলীফার অনুমতি লইয়া গ্রীস, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে হিজরত করিল।

সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি হাকিমের বিশেষ কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিলনা। সম্ভবতঃ তিনি সমগ্র মানব জাতিকেই ঘৃণা করিতেন। তাঁহার খৃষ্টান দমন নীতি তাহারই অংশ মাত্র। উজীর বা সন্দেহভাজন উজীর ও কর্মচারীদিগকে তিনি কঠোরতার সহিত হত্যা করিতেন। মুসলমান বা অ-মুসলমান বলিয়া কোন পার্থক্য করিতেন না। আবদুর রহীম ও হোসায়ন ৬২ দিন, ফজল বিন্ জাফর মাত্র ৫ দিন চাকুরী করিতে সমর্থ হন, কেবল কাজী আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহার মৃত্যুর পরেও (১০২৩ খৃঃ) ঐ পদে বহাল ছিলেন। হাকিম খোদাই দাবী করিলে নির্যাতনের শেষ হইল। মুসলমানী আইন আর প্রতিপালিত না হওয়ায় ধর্ম ত্যাগী খৃষ্টানেরা পুর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি পাইল। ফলে অধিকাংশ নও-মুসলমানই খৃষ্টান ধর্মে ফিরিয়া গেল। খলীফা তাহাদিগকে রক্ষাকবচ প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী আমীনের চেষ্টায় নির্বাসিত পেট্রিয়ার্কের সহিত সৈন্য মার্কোরিয়াসের মঠে তাহার সাক্ষাৎ হইল। ফলে খৃষ্টানদের রুদ্ধ গির্জ্জাগুলি পুনরুন্মুক্ত হইল; তাহারা বিধ্বস্ত গির্জ্জা পুনর্নির্মাণ, গির্জ্জার অপহৃত মাল মশলা পুনরুদ্ধার এবং মঠ-গির্জার হস্তান্তরিত বাগান ও সম্পত্তি পুনরুধিকার করার অনুমতি পাইল। তাহাদিগকে আবার ঘণ্টা বাজাইবার অধিকারও প্রদত্ত হইল (১০২১)। ফলে বহু দেশত্যাগী খৃষ্টান মিসরে ফিরিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে হামজান দলের আদম পরস্তি চরমে পৌঁছিল। কয়েকজন সভাসদ খলীফাকে (হায়াত, মউত, রিজিক ও দওলতের মালিক—এক মাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। হামজার এক অনুচর মক্কায় হজরে আসওয়াদের উপর বর্শাঘাত করিয়া কহিলেন, "যিনি মিসরে জীবন মৃত্যু দান করিতেছেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মূর্খের দল তোমরা কেন "ইষ্টানীষ্টের ক্ষমতাহীন এই প্রস্তরকে ভক্তি ও চুম্বন করিতেছ?"

হাকিম এখন সমস্ত ধর্মকেই উপেক্ষা করিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিখিলেন। অবশ্য সময় সময় যে তাঁহার পূর্বভাব ফিরিয়া আসিত না; এমন নহে। একদা একজন কারী কুরআনে পড়িতেছিলেন, "খোদার কসম, যেসকল বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে, তাহার মীমাংসার জন্য যে পর্যন্ত তাহারা তোমাকে বিচারক নিযুক্ত না করে, সে পর্যন্ত তাহারা বিশ্বাস করিবে না।" "তোমাকে" বলিতে তিনি খলীফার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন। ইবনুল মুশাজ্জার নামক জনৈক ধার্মিক ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পড়িলেন "মানবগণ, তোমাদের নিকট একটী উপমা দেওয়া যাইতেছে, শুন, অবশ্যই তোমরা খোদাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাহারা এজন্য সমবেত হইলেও একটী মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারিবেনা এবং মক্ষিকা যদি তাহাদের নিকট হইতে কিছু লইয়া যায়, তাহারা উহার নিকট হইতে তাহা ফিরাইয়া আনিতেও সমর্থ হইবেনা"। এই আয়াত শুনিয়া খলিফার মুখের ভাব বদলিয়া গেল। তিনি ইবনুল মুশাজ্জারকে ১০০ দিনার পুরস্কার দিলেন, কিন্তু কারীকে এক কপর্দকও দান করিলেননা।

মৃত্যু—১০১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে খলীফার ভ্রমণের বাতিক বাড়িল। এখন হইতে অশ্বের পরিবর্তে গর্দভে আরোহণ করাই তাঁহার নিকট বেশী ভাল লাগিত। তিনি সাধারণ কালপোষাকে ও মাথায় শুধু পশমী টুপি পড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন, কর্মচারীদের কাহাকেও সঙ্গে লইতেননা। যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার ভ্রমণের নেশাও ততই বাড়িয়া চলিল। শেষে তিনি প্রত্যহ ৬।৭ বার পর্যন্ত বাহির হইতেন। কখনও তিনি গাধায়, কখনও তিনি পাল্কীতে, কখনও বা নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতেন।

১০১৯ খৃষ্টাব্দে একদা বেড়াইতে গিয়া খলিফা দেখিলেন, রাস্তায় একটি রমনী দাঁড়াইয়া আছে। প্রহরী তাহাকে গ্রেফতার করিতে গিয়া দেখিল, উহা কাগজের প্রতিমা মাত্র। তাহার হাতে একখানা কাগজে হাকিমের ভগিনীর চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু লিখিত ছিল। হাকিম প্রাসাদে ফিরিয়া ভগিনীকে অনেক তিরস্কার করিলেন। ইহাতেও তাঁহার রাগ পড়িলনা। পরদিন তিনি তাঁহার ভাড়াটিয়া সৈন্যদের শহরে লেলাইয়া দিলেন। তিনদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ড চলিল। নগরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ দগ্ধ ও অর্দ্ধেক লুণ্ঠিত হইল। হাকিম প্রত্যহ কারাফার গোরস্থানে গিয়া তামাশা দেখিতেন। লোকের দুর্দ্দশা এত চরমে পৌঁছিল যে, তুর্ক ও বার্বার সৈন্যদের করুণার উদ্রেক হইল। তাহারা কাফ্রীদের অত্যাচারে বাধা দান করায় গৃহযুদ্ধ বাধিল। অবশেষে কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী তুর্কের চাপে খলীফা নগর হইতে সৈন্য সরাইয়া লইলেন। কাফ্রীদের হাতে প্রায় সমস্ত রমণীই ধর্ষিতা হয়; কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া ইজ্জত রক্ষা করে। বহু নাগরিক খলীফার নিকট গিয়া অপহৃত পত্নী প্রভৃতি ফেরত চাহিল। তিনি অপহরণকারীদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া তাহাদের উদ্ধারের উপদেশ দিলেন, এবং শেষে ঐ টাকা কোষাগার হইতে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অপবাদ দাতাদের উপর এরূপ ভয়াবহ প্রতিশোধ লইয়াও হাকিম তৃপ্ত হইতে পারিলেননা। ভগিনীর সতিত্ব পরীক্ষার জন্য তিনি একজন মেয়েলোক পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। ঐতিহাসিকেরা শাহজাদীকে সর্বাপেক্ষা সাধ্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়াগিয়াছেন। কাজেই এই প্রস্তাবে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। তদুপরি ১০১৪ খৃষ্টাব্দে হাকিম স্বীয় বালক পুত্রের স্কুলে মাহদীর প্রপৌত্র আবদুর রহীমকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন; তাঁহার উপর অধিকাংশ রাজকার্যের ভার ন্যস্ত ও রাজপ্রাসাদে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। এমন কি তাঁহার নামে মুদ্রা অঙ্কিত ও খোৎবা পর্যন্ত পঠিত হইতে থাকে।

বারহেব্রাস ও অল্‌মাকিনীর মতে শাহজাদী এজন্য আমীর ইউসুফ বিন্ দাওয়াসুদ্দৌলার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তৎপ্রদত্ত দুইজন ঘাতকের সাহায্যে ভ্রাতাকে হত্যা করান। এই আমীর ভয়ে প্রকাশ্য দরবার ভিন্ন কখনও প্রাসাদে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেননা। একদা হাকিম তাঁহাকে এজন্য তিরস্কার করিলে তিনি প্রাসাদে যাইতে স্পষ্ট অস্বীকৃত হন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খলীফা তাঁহাকে কিছু না বলিলেও তাঁহার ভয় হয়, তিনি এই বেয়াদবীর ভীষণ প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। ইহাই তাহার গুপ্ত হত্যায় যোগদানের হেতু। কিন্তু মাক্রিজির মতে এই বিবরণে "বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে"। বর্ণিত ঘটনার মাত্র ৩০ বৎসর পরে সেভারাসের ইতিবৃত্ত লিখিত হয়। ফাতিমিয়াদের কুৎসামূলক সর্বপ্রকার কাজে গল্প বল ছিল তাহার বাতিক। তথাপি তিনিও এই ব্যাপারে শাহজাদীকে জড়িত করেননাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন, 'হাকিমের তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নাই।

ইবনে খাল্লিকানের মতে হাকিম ৪১১ হিজরীর ২৭শে শওয়াল শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করেন। প্রত্যূষে তাঁহাকে ফোক্কাইর কবরের নিকট দেখা যায়। সেখান হইতে তিনি কায়রোর ৫ মাইল পূর্ব দিকস্থ হলওয়ানে গমন করেন। সঙ্গে ছিল মাত্র দুইজন ভৃত্য। এখানে একদল আরব তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে একজন অনুচর সহ প্রাসাদে প্রেরণ করেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে মুকাত্তাম শৈলে রাখিয়া দ্বিতীয় অনুচরও গৃহে ফিরিয়া যায়। তিনদিন পর্যন্ত তাঁহার কোনই পাত্তা মিলিলনা। ২রা জুন হজ্জ কোষাধ্যক্ষ খোজা নাসিম ও একদল কর্মচারী দায়রুল কুসায়র মাঠের নিকটে জিন সহ প্রভুর গাধাটী দেখিতে পাইলেন; কিন্তু উহার পা ছিল কাটা। গাধা ও দুইটী অজ্ঞাত লোকের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া একটী গহ্বরে খলিফার কাপড় চোপড়ের সন্ধান মিলিল। তাহাতে কাটা দাগ থাকিলেও বুতাম আটকান ছিল। কাজেই তাহারা মনে করিলেন, খলীফার হাত কাটিয়া পরে কাপড় খোলা হয়। এই আবিষ্কারের পর শাহজাদী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১০২১)।

তিনি যে হাকিমকে মৃত মনে করেন, তাহাই এই হত্যাকাণ্ডে তাঁহাকে তাড়াইবার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এমতাবস্থায় তিনি যে আর কি করিতে পারিতেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। মাক্রিজি যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও শাহজাদীর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়। তিনি মাসাইর বরাত দিয়া বলেন, ১০২০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মিসরে বিদ্রোহে যোগদানের অপরাধে জনৈক হোসায়নী ধৃত হয়। এই লোকটী আরও তিনজনের সাহায্যে "খোদা ও ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য" হাকিমকে হত্যা করে বলিয়া স্বীকার করে। তাঁহার নিকট খলিফার একখণ্ড রক্তাক্ত বস্ত্র ও মস্তকের চামড়ার একটী টুকরা পাওয়া যায়। কিরূপে তাঁহাকে হত্যা করে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজের বুকে ছোরা মারিয়া বলে, "এইরূপে"।

দুরুজদের বিশ্বাস, হাকিম এই পৃথিবীকে তাঁহার নির্মল মতের অনুপযোগী দেখিয়া অন্যান্য ইমামের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যান; যে দিন জগত তাঁহার বিশুদ্ধ মত গ্রহণের উপযুক্ত হইবে, সেদিন তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করিবেন। অন্যান্যের ধারণা, সিংহাসনে বিতৃষ্ণা জন্মায় তিনি অজ্ঞাত বাসে গমন করেন। বস্তুতঃ হাকিমের অন্তর্ধানের সঠিক বিবরণ অদ্যাপি অজ্ঞাত; উহা চিরদিন রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে।

বারহেব্রাস বলেন, অনেকের বিশ্বাস, হাকিম খৃষ্টান সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দেউটসে অবস্থান করেন। সোওরাসের মতে ১৬ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে মিসরে জনরব উঠিতে থাকে। শেষে সেরুত নামক এক নব-দীক্ষিত খৃষ্টান আবদুল আরব নাম ধারণ করিয়া নিজেকে অন্তর্হিত খলীফা বলিয়া ঘোষণা করে। স্বর ও চেহারায় হাকিমের সহিত তাঁহার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল বলিয়া শীঘ্রই তাঁহার বহু অনুচর জুটে। তিনি উত্তর মিসরের এক আরব ভক্তের প্রদত্ত তাম্বুতে বাস করিতেন (১০৩১)। আরবীকে তিনি প্রায়ই মূল্যবান অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র উপহার দিতেন, কিন্তু নিজে কঠোরতম সরল জীবন যাপন করিতেন। এই রূপে ২০ বৎসর কাল নিজেকে ভূতপূর্ব খলীফা বলিয়া জাহির করার পরে সরকার তাঁহার খবর পাইলে তিনি পলাইয়া যান। আবুল ফেদা সিক্কিন নামক আর একজন জালিয়াতের বিবরণ দিয়াছেন। ইনি ১৪৫ খৃষ্টাব্দে ধৃত ও নিহত হন। ডি সেসীর মতে সিক্কিন ও সেরুত একই লোক। আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল ঝুটা দাবীদারের প্রত্যেকেরই অনেক উৎসাহী সমর্থক জুটে। মিসরের খলীফাদের মধ্যে হাকিম ছিলেন বাস্তবিকই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

www.ahlehadeethbd.org

॥ ইসলাম ও আত্মশক্তি ॥

—মোঃ হাবিবুর রহমান এম, এ,

ইসলাম এনেছে শিক্ষা মানবাত্মার,
আত্মার বন্ধন মাঝে এ বিশ্ব-সংসারে।
অনন্ত গতির বেগ ঝঙ্কৃত মধুর সঙ্গীতে—
"কওছরের" অমৃত রসে জীবনের নূতন ইঙ্গিতে
পূর্ণ শতদল—
মনোবল।

লক্ষ জনে মিলি যবে আত্মার বন্ধনে
ক্ষুদ্র সে বৃহৎ হয় সত্যের সন্ধানে,
জীবনের কল্যাণ হেতু মুক্তি পারাবারে
অসীম উদ্দাম গতি হয় একাকারে
আপনার অজ্ঞাতে—
আপনাতে।

আত্মার চেতন রূপ পূর্ণ বিকাশে,
পরিস্ফুটিত হয় সেথা আত্ম-প্রকাশে।
যেথা সেই উচ্চতম মিলন ইঙ্গিত,
যেথা সেই পরিপূর্ণ আত্মার সঙ্গীত
ঝঙ্কৃত মধুর তানে—
আত্ম-শাসনে।

আল্লার মহত্বের সঙ্গে বন্দী যে প্রাণ
মৃত্যুঞ্জয়ী বিভায় সে তোলে ঐক্যতান—
জীবনের পেয়ালা তার পূর্ণ দ্রাক্ষারসে।
ঈমান দৃঢ় হয় আত্মার পূর্ণ বিকাশে—
ফুটে ওঠে ইসলামের ধারা—
যমযম্-ফোয়ারা।
রজত শৃঙ্খলে বদ্ধ যেথা আত্মার শক্তি
আল্লার অস্তিত্ব লাভে মুক্তি সেথা আপন ভক্তি।
"লা-ইলাহার" বাণী জাগে বজ্র সুকঠিন,
"ইল্লাআল্লার" শান্তিতে ধরা হয়ে যায় লীন—
আত্মার দীপ্তি ওঠে ফুটে
বিশ্ব-বক্ষ টুটে।
ঈমানের কল্যাণী সুরে বেজে ওঠে তান
জাগ্রত আত্মার মাঝে জাগে মহাগান
প্রেমের পূর্ণ সঙ্গীতে। পরিপূর্ণ শক্তিতে
ইসলাম জাগ্রত হয় মহামুক্তি গীতে—
অনন্ত সঙ্গীত স্রোতে—
আত্মার ইঙ্গিতে।

www.ahlehadeethbd.org

মাসজিদের ইমামদের শিক্ষার মান, তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

—শাইখ আবদুর রহিম এম, এ, বিটি, বি, এল

(প্রবন্ধটী গত ৩।৬।৬১ তারিখে ঢাকাস্থ আলিয়া মাদ্‌রাসায় অনুষ্ঠিত উলামা সেমিনারে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়)

মাসজিদের ইমাম সম্বন্ধে কোন কথা বোলতে হোলে 'আলিম সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য হোয়ে ওঠে। কারণ ইমাম ও 'আলিম পরস্পর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কেবলমাত্র 'আলিমই ইমাম হতে পারেন। 'আলিম ছাড়া আর কোন মুসলিম স্থায়ীভাবে ইমাম হোতে পারেনা।

'আলিমগণই যেহেতু ইমাম-হোয়ে থাকেন কাজেই ইমামের দায়িত্ব দ্বিবিধ। প্রথম দায়িত্ব ইমাম হিসাবে পানজেগানা নামায, জুম'আর নামায, ইত্যাদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে জামা'আতে সম্পাদন করা এবং নিজ এলাকায় অবস্থিত মুসলিমদেরে সুন্নাত—নফল নামায সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কোরতে শিক্ষা দেওয়া ও উৎসাহিত করা। তাঁর দ্বিতীয় দায়িত্ব 'আলিম হিসাবে—সমাজ ও জাতি থেকে অবনতির কারণ গুলো দূর কোরে সমাজ ও জাতিকে উন্নতির পথে চালিত করা। সমাজ ও জাতির উন্নতি—অবনতি বোলতে কী বুঝায় এবং এই উন্নতির ও অবনতির তাৎপর্য কী এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা পূর্বেই সমাধা হোয়ে গেছে। কাজেই সুখের বিষয় এ সম্পর্কে মুসলিম সমাজ এক ধাপ এগিয়ে রোয়েছে। মীমাংসাটি এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ, যাকে উন্নতি বোলে ঘোষণা কোরেছে আমাদের সেই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহ যাকে অবনতি আখ্যা দিয়ে বর্জনযোগ্য বোলে ঘোষণা কোরেছে তা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। এসকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রোয়েছে 'উলামা কিরামের—আর অপর সকলে এ সবের জ্ঞান লাভ কোরতে পারেন 'উলামা কিরামের নিকট থেকে। আপনারা সকলেই ঐ আয়াতটি ভালভাবে জানেন, যাতে বলা হোয়েছে যে, প্রত্যেক সমাজ থেকে কয়েকজন মুসলিমকে শারী'আত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ কোরতে হবে।

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

সূরা আত্-তাওবা, ১২২ আয়াত।

তারপর দীন ইস্‌লাম সম্বন্ধে ঐ বিশেষ শিক্ষা যাঁরা লাভ কোরবেন তাঁদের কর্তব্য কি হবে তা ঐ আয়াতটিরই পরবর্তী অংশে বর্ণনা করা হোয়েছে—لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم বোলে—অর্থাৎ তাঁরা দেশ বিদেশের বিচক্ষণ প্রবীণ 'আলিমদের কাছ থেকে বিশেষ জ্ঞান লাভ করার পরে নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যাবেন আর তাঁদেরে সৎকর্ম কোরবার জন্য উদ্বুদ্ধ কোরতে থাকবেন এবং শারী'আত গর্হিত কাজের কুপরিণাম সম্পর্কে তাঁদেরে সতর্ক কোরতে থাকবেন। এ সম্পর্কে একথা বোলে রাখি শারী'আত-অভিজ্ঞ 'আলিমদের পক্ষে একথা চিন্তা করা সমীচীন হবে না যে, লোকে শুনবে কি না শুনবে, মানবে কি না মানবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই, কাজেই চুপ কোরে বোসে থাকা যাক। আল্লাহ্ ত'আলা স্বার্থহীন ভাষায় 'আলিমদের কর্তব্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন, لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم বোলে। তারপর ফলাফল সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতেই বোলে দিয়েছেন لعلهم يحذرون ঐ 'আলিমদের সতর্ক করার ফলে তাদের নিজ কওমের লোক সম্ভবতঃ শরীয়াত গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকবে।

তারপর এই শারীয়াত অভিজ্ঞ 'আলিমগণই হবেন

www.ahlehadeethbd.org

মসজিদের বা জামা'আত নামাযের ইমাম। নামাযে ইমামতির যোগ্যতা সম্পর্কে সহীহ হাদীসে যে সকল গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে সর্ব প্রথম গুণটি হোচ্ছে এই اقرأهم لكتاب الله এখন এই اقرأهم لكتاب الله র অর্থ ও তাৎপর্য কি তা দেখতে হবে। এর প্রকাশ্য অর্থ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব বেশী পোড়েছে।" এই প্রকাশ্য অর্থটি কেবলমাত্র ইসলামের প্রথম যুগের সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য। কারণ তার পরে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের হাফিজ বহু পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার যুগে সকলের পক্ষে সমানভাবে কুরআন মজীদ মুখস্থ করার সুযোগ সুবিধা ছিলনা বোলে ঐ প্রকাশ্য অর্থটি সেই যুগের জন্য নির্দিষ্ট করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই হাদীসের দ্বিতীয় অর্থ হোচ্ছে যিনি কুরআন মজীদ অধিকতর সুন্দর ভাবে পোড়তে পারেন। এ অর্থ গ্রহণ কোরতে কোনই দোষ নেই, কিন্তু 'এর একমাত্র এই অর্থই হবে' একথা বলা সঙ্গত হবেনা। কারণ ইমাম তিরমিযী হাসান—সহীহ মন্তব্য সহকারে হযরত আনাস রাঃ-র যাবানী একটি হাদীস বর্ণনা কোরেছেন তাতে বলা হোয়েছে নবী করীম (সঃ) বোলেছেন واقرأهم ابى بن كعب অথচ নবী করীম সঃ র অন্তিম রোগ কালে তাঁকে নামাযে ইমামতি কোরতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি—অনুমতি দেওয়া হোয়েছিলো হযরত আবু-বকর সিদ্দীক রাঃ-কে। এ কথা সর্ববাদী সম্মত যে, হযরত আবু-বকর সিদ্দীক রাঃ উপরিউক্ত দুই অর্থ হিসাবে اقرأ ছিলেন না। তিনি اقرأ নিশ্চয় ছিলেন কিন্তু قرأت এর তৃতীয় অর্থ অনুসারে। অর্থটি এই :— قرأت বোলতে আমরা এখন সাধারণতঃ বুঝে থাকি বুঝে না বুঝে শব্দগুলো আওড়িয়ে যাওয়া। প্রকৃত পক্ষে قرأت এর অর্থ তা নয় এবং ঐ অর্থ হোতেই পারেনা। قرأت এর অর্থ বুঝে সুঝে পাঠ করা। তারপর قرأت এর অর্থ যদি ছোট ছেলের শব্দ আওড়ানোর মত শব্দ আওড়ানোই হোতো তা হোলে وحى নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে নবী করীম সঃ-র ما انا بقارئ বলার কোনই তাৎপর্য হয়না। দ্বিতীয়তঃ কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার যুগে তা যেভাবে লিখা হোতো তাতে না ছিল বিন্দুর (نقطة) অস্তিত্ব, না ছিলো 'سكون حركات এর চিহ্ন। কাজেই মর্ম উত্তমরূপে না বুঝলে পড়ার কোন উপায়ই সেকালে ছিলোনা। অতএব হযরত নবী করীম সঃ যে যুগে ও যে পরিস্থিতির মধ্যে ইমামদের اقرأ لكتاب الله হওয়া গুণটি সর্বপ্রথম গুণ হিসেবে ঘোষণা করেন তার অর্থ এই হোলো যে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে যিনি সর্বাধিক জ্ঞানী হবেন, তিনিই ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য হবেন।

ইমামের দ্বিতীয় গুণ হবে اعلمهم بالسنة — নবী করীম সঃ বলেন, যদি কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ব্যাপারে একাধিক মুসলিম সমান সমান দেখা যায় তবে তাঁদের মধ্যে যিনি সুন্নাহ সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞ হবেন তিনিই ইমামতির হকদার হবেন। তারপর যদি একাধিক 'আলিম কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পর্কে সমান সমান হন তবে তাঁদের মধ্যে যিনি বয়সে বড় হবেন তিনিই ইমামতির হকদার হবেন।

এই হাদীসের প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে এখন কিছু আলোচনা কোরবো। হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমামতির যোগ্যতা হিসাবে দুটি বিষয় অনস্বীকার্য। (এক) কুরআন মজীদ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, (দুই). সুন্নাহ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। এখন দুটো প্রশ্ন ওঠে। একটা প্রশ্ন এই যে, ইমামতির জন্য কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে জ্ঞানের ন্যূনতম মান কী হবে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞানের ধারা কী রূপ হবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইমামতির যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুটো বিষয় অনিবার্য। প্রথম বিষয় এই যে, শারীআতের যাবতীয় আহকাম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকতে হবে অথবা ঐ জ্ঞান লাভের ক্ষমতা, উপায় ও ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং দ্বিতীয় বিষয় এই যে, বিভিন্ন নামায সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত জ্ঞান থাকতেই হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হোচ্ছে—এই জ্ঞান লাভের ধারা ও স্বরূপ কী হবে। এর জওয়াব এই যে, কুরআন মজীদের আরবী মূল থেকে এবং সুন্নাহর আরবী মূল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থেকে জ্ঞান লাভ করা ও জ্ঞান লাভ করার ক্ষমতা থাকাই সর্বোত্তম ধারা বোলে বিবেচিত হবে; তা সম্ভব না হোলে নিজ মাতৃভাষায় অনূদিত معتبر ও নির্ভরযোগ্য কিতাব-পুস্তক কুরআন হাদীসে অভিজ্ঞ উস্তাদের নিকট পোড়ে বুঝে নিতে হবে। নিজে নিজে পোড়ে শারীয়াত সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা কখনই যথেষ্ট বোলে গ্রহণ করা চোলবে না।

অভিজ্ঞ বিচক্ষণ 'আলিমের নিকট পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা অবান্তর হবেনা। কয়েক বছর আগে একজন টাইটেল পাশ বিশিষ্ট আলিম ইসলামীয়াতে প্রাইভেট হিসেবে এম, এ পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায় আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শামসুল উলামা মওলানা বিলায়াৎ হুসাইন সাহেবও পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার্থী বাস্তবিকই ভাল ইল্‌ম রাখতেন। মৌখিক পরীক্ষায় তাঁকে তাফসীর বয়যাবী থেকে "আল্লাহ্" শব্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। বলা বাহুল্য এ সম্পর্কে ইমাম বায়যাবি جمهور আহ্‌লি সুন্নাতের মতের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন এবং জুমহুরের মতের বিরুদ্ধে ও নিজ মতের সমর্থনে বহু দলীল প্রমাণাদি দিয়েছেন। পরীক্ষার্থী ইমাম বায়যাবির মতটিকে চূড়ান্ত মত বোলে জওয়াব দেন এবং জুমহুর এর মতকে দুর্বল মত বোলে উড়িয়ে দেন। সেই সময়ে আমি ঐ পরীক্ষার্থী মওলানা সাহেবকে বোলেছিলাম ইমাম বুখারী انما العلم بالتعلم বোলে যে হাদিসটি تعليقا সহীহ বুখারীতে সন্নিবিষ্ট কোরেছেন তার তাৎপর্য এই যে, আপনি তাফসীর বাইযাবির এই অংশ ঠিকভাবে উস্তাদের কাছে না পড়ার ফলে এই ভুলটি কোরলেন। নাবী কারীম সঃর যাবতীয় হাদীসের যথার্থতায় আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি তার মধ্য থেকে কোন কোন হাদীসের তাৎপর্য এমনিভাবে আমার হৃদয়ে النقش فى الحجر হোয়ে যায়। কল কথা এই যে, শারীয়াত সম্বন্ধে নিজে নিজে পোড়ে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাতে কোন কোন সময়ে যথার্থ বিষয় বিকৃত হোয়ে থাকে। শারহ-বিকায়া বলুন, আর হিদায়াই বলুন কোন গ্রন্থেরই সকল মাসআলা হানাফী মতে গ্রহণ যোগ্য নয়। বিচক্ষণ উস্তাদের কাছে ঐ সকল গ্রন্থ পোড়তে গেলে তিনি তা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন।

তারপর কিতাবে যেসকল মাসআলা দেওয়া আছে তা তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে দেওয়া হোয়েছে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম পরিবর্তিত হোয়ে থাকে এসব বিষয় উস্তাদই বুঝিয়ে থাকেন। এখানে একটি মাসআলা উদাহরণ স্বরূপ পেশ কোরছি।

দিল্লী বা বোম্বাইয়ে অথবা মাক্কা মু'আয্‌যামায় বা মদীনাতে রামযান, ইদুল ফিৎর অথবা ইদুল আযহার চাঁদ দেখা দিলে ঐ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর কোরে আমরা ঢাকায় রোযা, ইদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা কোরতে পারি কি না? একদল 'আলিম ফিক্‌হর কিতাব খুলে দেখালেন যে, এই তো এখানে লিখা রোয়েছে এক স্থানের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর কোরে অপর স্থানের মুসলিমকে রোযা ঈদ ইত্যাদি কোরতে হবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি বিষয় বিবেচনা না কোরে ফিকহর ঐ উক্তির ওপর আমল করা অন্যায় হবে, কারণ 'ফাকীহদের এই উক্তিটি কয়েক শত বছর আগেকার উক্তি। তারপর উক্তিটি مبهم vague [অস্পষ্ট] কত দূরের চাঁদ দেখা গ্রহণ যোগ্য হবে তার কোন تحديد তাতে (নির্দিষ্ট সীমা নেই। এই تحديد আমাদের ঠিক কোরে নিতে হবে এবং এই تحديد ঠিক কোরবার জন্য তখনকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কোরতে হবে। যে সময়ে ফিকাহর এই উক্তিটি গৃহীত হোয়েছিলো সে সময়ে না ছিলো রেলগাড়ী, না ছিলো বাষ্পীয় যান, না ছিলো টেলিগ্রাম, না ছিলো টেলিফোন। উড়ো জাহাজ ও wireless তো এই সেদিনের কথা। সে কালে যাতায়াত হোতো পায়ে হেঁটে অথবা উট ঘোড়া গাধায় চেড়ে অথবা নৌকায় চেপে। রামযান ও ঈদুল ফিৎরের চাঁদের সংবাদ রাতারাতি উর্ধ্বপক্ষে ১৫২০ মাইল পর্যন্ত পৌছান সম্ভব ছিল আর ঈদুল আযহার চাঁদের খবর নয়দিনে—ফিকাহর পুস্তকে বর্ণিত দৈনিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৬ মাইল হিসেবে তৎকালীন প্রায় দেড়শো মাইল বর্ত্তমানের প্রায় পৌনে দুশো মাইল পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিল। তৎকালীন ফকীহগণ ঐ বিষয় লক্ষ্য কোরে ঐ ফতওয়া দিয়েছিলেন। কাজেই উর্ধপক্ষে দুশো মাইলের ভিতরে চাঁদ দেখার উপর নির্ভর কোরে রোযা বা ঈদ করার جواز বা অনুমতি ফিকহর এই উক্তি থেকে সাবিত হয় এর বেশী নয়। আমার এক বিজ্ঞ বিশিষ্ট উস্‌তাদ ৭।৮ চছর আগে একবার বোলেছিলেন—"ফতওয়া দেওয়ার জন্য 'ইল্‌মের যত-খানি প্রয়োজন তার চেয়ে বহুবেশী প্রয়োজন হয় 'আক্‌লের।"

ফলকথা ইমামতি পদের জন্য 'আলিম হোতে হবে এবং বিচক্ষণ উস্‌তাদদের নিকট থেকে ইলম শিক্ষা কোরতে হবে।

'আলিম হওয়ার পরে অপরকে শরীআত-বিরোধী পন্থা ত্যাগ কোরিয়ে শরীআত সম্মত পথে আনবার তিনটি বিশিষ্ট উপায় রোয়েছে। এক উপায় হোচ্ছে خطابة বা ওয়ায নসীহত ইত্যাদি। দ্বিতীয় উপায় হোচ্ছে كتابة বা বই-পত্র লিখে লোকদেরে সৎপথের দিকে আহ্বান জানান আর তৃতীয় উপায় হোচ্ছে আলিমের নিজ চরিত্র ও আখ্‌লাক।

প্রত্যেক 'আলিমের পক্ষে আদর্শ চরিত্রবান হওয়া অপরিহার্য। আপনারা সকলেই প্রায়ই বোলে থাকেন حسنات الابرار سيات المقربين এবং তাৎপর্য এই যে, সাধারণ মুসলিমের পক্ষে যেসব কাজ করা দুষনীয় নয়, বিশিষ্ট মুসলিমের পক্ষে সেই সব কাজের অনেক গুলো কাজই দুষনীয় বোলে পরিগণিত হোয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কাজ উল্লেখ কোরতে চাই। (এক) বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি পান করা, তামাক পাতা জরদা ইত্যাদি পানের সাথে খাওয়া কোন ক্রমে উপকারী তো নয়ই বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক এবং অপচয়ের শামিল। হাদীসে পরিষ্কার ভাবে বলা হোয়েছে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে মুখে যে দুর্গন্ধ হয় তা রহমতের ফিরিশতাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়। বিড়ি সিগারেট পান করার ফলে এবং তামাক জরদা দিয়ে পান খাওয়ার কারণে মুখে যে দুর্গন্ধ হয় কাঁচা পেয়াজ খাওয়ার দুর্গন্ধের চেয়ে তা কোন অংশে কম নয়। তামাক পাতা, জরদা ইত্যাদি পানের সাথে খাওয়াকে 'আলিমগণ মুবাহ বোলে থাকেন কিন্তু মুবাহ কাজ করা তো 'আলিমদের পক্ষে হারামই হওয়া উচিত। তা না কোরে আমাদের 'আলিমদের এই জরদা খাওয়া সম্বন্ধে যদি কেউ কোন আপত্তি তোলেন তবে আমরা অম্লানবদনে জওয়াব দিয়ে থাকি এতো আর হারাম নয়—এতো মুবাহ। আলিমদের পক্ষে নিন্দনীয় কার্যের সমর্থনে এই প্রকার জওয়াব বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। 'আলিমদেরে তাঁদের নিজ নিজ আমল দুরুস্ত কোরতে গিয়ে অনেক মুবাহ কাজ বর্জন কোরতে হবে। রুখসাত এর ওপর আমল যথাসাধ্য ত্যাগ কোরে 'আযীমাতের ওপর আমল কোরতে হবে। ইসলামী বাহ্যিক সুরাত-শাক্‌ল গ্রহণ কোরতে হবে। বড়ই দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হোচ্ছি যে, আমার অনেক টাইটেল পাশ ছাত্রকে বহুবার বলা সত্ত্বেও তাদের মাথায় টুপি দেখতে পাইনা। তাঁদের অনেকে দাড়ীর ব্যাপারে মিস্‌রীয় সভ্যতা অনুসরণ কোরে থাকেন। এর প্রভাব ও ফল অতীব বিষময় হ'তে বাধ্য। এদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। قول سديد বলা। আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাবে হুকম কোরেছেন يايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا তারজামা : "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে সমীহ কোরে খাঁটী সরল সত্য, কথা বলো।" সূরা আল্‌-আহযাব, আয়াত ৭০। আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চ পর্য্যায়ের অনেক লোক খাঁটী সত্য কথা বলা বহু আগে থেকেই ত্যাগ কোরে বোসেছেন। তাঁরা সচরাচর এমনভাবে কথা বোলে থাকেন যার মধ্যে বাহ্যতঃ হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায় কিন্তু আদতে তা হোয়ে থাকে জাজ্বল্যমান ধাপ্পাবাজী। বর্তমান সমাজদর্শনে ধাপ্পাবাজীকে বলা হয় বুদ্ধিমত্তা আর পরিষ্কার ভাষণকে বলা হয় নির্বুদ্ধিতা এই বিষ আমাদের আলিমদের মধ্যে সংক্রামিত হোয়ে এখন তাদের মধ্যে স্থায়ী আসন পেতে বোসেছে। কিন্তু মনে রাখবেন—

www.ahlehadeethbd.org

প্রথমেই বোলে রেখেছি—কুরআন ও সুন্নাহ যাহা গ্রহনযোগ্য বোলে ঘোষণা করে তাই আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এবং কুরআন ও সুন্নাহ যা কিছু বর্জনীয় বোলে ঘোষণা করে তা আমাদের বর্জন কোরতেই হবে। তাই বলি আমাদের 'আলিমদের একান্ত ও অপরিহার্য কর্তব্য হোচ্ছে খাঁটী সরল সত্য কথা বলা।

খাঁটি সত্য সরল কথা বলার ফল পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হোয়েছে يصلح لكم اعمالكم বোলে। অর্থাৎ মুসলিম যদি খাঁটী সত্য কথা সর্বদা বোলতে থাকে তবে আল্লাহ তার সকল কাজ সুচারুরূপে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কোরে দেবেন।

আমার আশঙ্কা হয় আমরা পরিষ্কার ভাবে খাঁটী সত্য কথা বোলতে দ্বিধাবোধ করি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে—তা একেবারে ত্যাগ কোরে বসি বোলেই হয়ত আমাদের এত দুর্ভোগ সহ্য কোরতে হোচ্ছে।

তারপর خطبة র কথা। এ সম্বন্ধে মসজিদের ইমামের সুযোগ সুবিধা থাকায় তাঁর পক্ষে ওয়ায নাসীহাত কোরে লোকদেরে বুঝানো তাঁর অন্যতম দায়িত্ব বোলে পরিগণিত হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে দুটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম বাধাটি এই যে, একদল 'আলিম জুম্মা ও ঈদের খুৎবাকে খুতবার আওতা থেকে বের কোরে তিলাওতে নিবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা খুৎবাতে আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কোন শব্দ উচ্চারণ করা শারীআত বিরোধী বোলে বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে হানাফী মযহাবের মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার কোরে দেখলে আমার মতে খুৎবার মধ্যে মাতৃ ভাষায় ওয়ায নাসীহাত জাইয বোলেই মনে হয়। হানাফী মযহাব—শুধু হানাফী মযহাব কেন—সালাফী মাযহাব ছাড়া অন্য সব কয়টি মযহাবই কিয়াস-প্রধান অর্থাৎ ঐ মযহাব গুলোতে প্রত্যেক বিষয়ের غايت وعلت ইত্যাদি লক্ষ্য কোরে হুকম দেওয়া হয়।

তারপর, আল্লাহ তা'আলার কালাম (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪) وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه এর পরিপ্রেক্ষিতে الانبياء ورثة র পক্ষে তাঁদের নিজ নিজ কওমের ভাষায় কওমকে বুঝানই হোচ্ছে এই আয়াতের তাৎপর্য। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে, আস্হাবুয যাহির তথা আহলি হাদীসের মূলনীতির সঙ্গে দেশী ভাষায় খুৎবা দান খাপ খাইয়া অথচ তাঁরা যেমন তা গ্রহণ কোরেছেন, ঠিক তেমনি মুকাল্লিদুনের মূলনীতির সঙ্গে দেশী ভাষায় খুৎবা দান করা খাপ খাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অনেকে তা বর্জন কোরে চোলেছেন। শ্রদ্ধেয় বুজুর্গানেদীন 'আলিমদেরে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা কোরে দেখতে অনুরোধ করি।

ওয়ায নাসীহাত ব্যাপারে দ্বিতীয় বাধা এই যে, শ্রোতাবর্গ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁদের অনেকে বছরে দু'একবার খুব ঘটা কোরে সারারাত ধোরে ওয়ায নাসীহাতের মাহফিল করেন, কিন্তু তারপর সারাবছর খামুশ। জনসাধারণ ওয়ায নাসীহাতের মজলিসে আসতে চায়না অথচ রং-তামাসা গান বাজনার মজলিসে হাজার হাজার লোকের সমাগম দিনের পর দিন সমানে চলতে থাকে। এ রোগের প্রতিকার কি? এ রোগের মূলে একদিকে রোয়েছে আমাদের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ, গণ্যমান্য নেতাদের উদাসীনতা আর অপর দিকে রোয়েছে দুনয়াবী আইশ আরামের দিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিমান ঝোঁক ও আকর্ষণ। আমরা চেঁচাতে প্রস্তুত আছি কিন্তু শ্রোতা কোথায়? এদিকে পদস্থ জননেতাগণ দোষ দেন 'আলিমদের। তারা বলেন, 'আলিমগণ কিই বা বলেন যে তা শুনতে যাব। তাঁদের এই পুরানো কথা ঢের শুনেছি। আর শুনতে ইচ্ছে হয়না" তাঁদেরে সসম্মানে জানাতে চাই, তাঁরা তো বহুকাল ধরে একই খাবার খেয়ে আসছেন 'আর খেয়ে দরকার নেই' বোলে কিছুদিনের জন্য আহার ত্যাগ করুন দেখি। তাঁরা তো বহুকাল ধোরে বেঁচে আছেন আর একঘেয়ে বেঁচে থাকারই বা তাঁদের কি প্রয়োজন রোয়েছে?

www.ahlehadeethbd.org

সরকার এদিকে লক্ষ্য না কোরলে সুফল লাভের আশা সুদূর পরাহত। সরকার বহু পরিকল্পনা গ্রহণ কোরেছেন, পদস্থ কর্মচারীদেরে ইসলামের অনুষ্ঠানগুলি পালন করাবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, দরকার বোধ কোরলে আইন করুন। পদস্থ লোকদেরে তাঁদের অন্যায় আচরণ ত্যাগ করাবার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। তবেই ইসলাম ও মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোতে পারে। এসম্পর্কে সূরা বানী-ইসরাঈলের ষষ্ঠদশ আয়তটির উল্লেখ কোরে এ আলোচনা শেষ কোরছি—

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا

পিকথলের অনুবাদ—And when we would destroy a township we send commandment to its folk who live at ease, and afterward they commit abomination therein and so the word (of doom) hath effect for it, and we annihilate it with complete annihilation—Al-Qur'an, 17 : 16*.

* এবং আমরা যখন কোন লোকালয় ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি—আমরা (পূর্বাহ্নে) উহার সুখমগ্ন অধিবাসীগণকে সতর্ক করিয়া থাকি। অতঃপর যারা সেখানে ঘৃণ্য আচরণ করে—তাহাদের উপর (আমার শাস্তির) আদেশ কার্যকরী হয়। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলি।

www.ahlehadeethbd.org

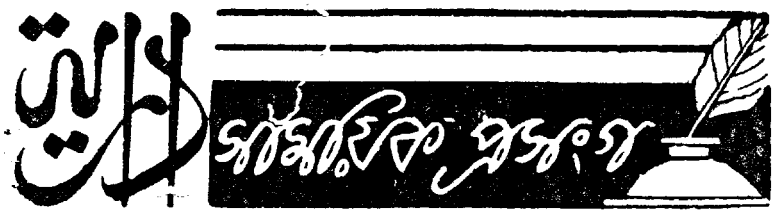

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামে ইজতেহাদের স্থান

ইজতেহাদকে ইসলামিক আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের অন্যতম উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইজতেহাদ শব্দটীর উৎপত্তি হয়েছে "জাহদ" শব্দ হতে। ইহার ধাতুগত অর্থ হচ্ছে, শক্তি বিশেষের শক্তি ও যোগ্যতানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, যার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, কোন সন্দেহযুক্ত এবং জটিল নিয়ম বা বিধি নিষেধ সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক মতামত দেওয়ার জন্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের স্বকীয় শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ প্রয়োগ। ইসলাম আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন বিষয়ক—এককথায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগকে স্বীকার করেছে। আর এ স্বীকারোক্তিই তাকে অদ্যাবধি প্রত্যেক নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির নজরে বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন ধর্মের আসনে সমারূঢ় করে রেখেছে। অন্যথায় ইহাকেও পূর্ববর্তী ধর্মনিচয়ের ন্যায় দেশ অথবা পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কালের করাল গ্রাসে হয় নিশ্চিহ্ন নয় অচল হয়ে পড়তে হ'ত।

ইজতেহাদ ইসলামকে একটি প্রগতিশীল জীবন বিধিতে পরিণত করেছে। অহী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মূলনীতি ও বিধি নিষেধকে ইজতেহাদ স্থান, কাল, অবস্থা, প্রয়োজন ও সময়োপযোগী করে তুলেছে। অবশ্য অহী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির কোন পরিবর্তন হতে পারেনা। কারণ সেগুলো চিরন্তন সত্য। বর্তমান আইন প্রণয়নকারীদের চিন্তাধারাকে অবস্থা ও সময়োপযোগী করে ইসলামিক মূলনীতিগুলোকে মানবজীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে ইজতেহাদ এক বিরাট ও বিপুল সম্ভাবনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে মানব জীবনে কত নূতন অবস্থা ও সমস্যার উৎপত্তি হবে তার ইয়ত্তা নেই। এ সব নিত্যনূতন সমস্যার খুঁটিনাটি সমাধান কোন এক বিশেষ গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতি ও সৃষ্টির মৌলিক নীতিগুলিই প্রধানতঃ কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। আগামী কালের অজানা খুঁটিনাটি সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য আল কুরআন ও উহার বাহক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) ইজতেহাদ বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত মু'আযকে (রাঃ) য়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় আঁ-হযরত (দঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি নিয়মে শাসনকার্য পরিচালনা করবে"? মুআয উত্তর দেন, "আল্লাহর কিতাব মোতাবেক।" "কিন্তু তার ভিতর যদি কোন নির্দেশ না পাও?" হুযুর জিজ্ঞেস করলেন। "তা'হলে আল্লাহর রসূলের সুন্নত অনুসারে কাজ করব।" মু'আয উত্তর দিলেন। "যদি হাদীসেও কোন সঠিক নির্দেশ না পাও?" হযরত বললেন। "তা হ'লে আমি ইজতেহাদ করব।" মু'আয উত্তর দিলেন। এ উত্তর শ্রবণ করে আঁ-হযরত (দঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লার, যিনি তাঁর রসূলকে তাঁর ইচ্ছানুসারে পথ প্রদর্শন করে থাকেন।"

এ হাদীসটীর দ্বারা যেমন আঁ-হযরতের জীবদ্দশায় সাহাবীগণ কর্তৃক ইজতেহাদ প্রয়োগের কথা প্রমাণিত হয় অনুরূপভাবে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জাতীয় জীবনে খুটিনাটি এমন সব সমস্যার উদ্ভব ঘটবে যার সমাধান কুরআন ও হাদীসের কোনটাতেই নেই। তাই ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বকাল, সর্বদেশ ও সর্বযুগে অনস্বীকার্য। সর্বকালে অবারিত ভাবে খোলা থাকবে এর দুয়ার—বন্ধ হবে না কোন সময়েই।

কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানদের একটি বিশিষ্টদল ইসলামের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম চতুষ্টয়েরর পর ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়েছে বলে জোরেসোরে ঢাকঢোল পিটে থাকেন। আর মজার কথা হল এই যে, এই দলটীই ইসলামের অন্যান্য দল অপেক্ষা ইজতেহাদের বড় সমর্থক। কিয়াসরূপ ইজতেহাদকে যাঁরা অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দান করেছিলেন এবং যার ফলে ফিক্হ শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার মুসলমানদের জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধানে সহায়ক হয়েছে তাঁরাই সর্ব প্রথম ঘোষণা করে বসলেন যে, ইমাম চতুষ্টয়ের ইজতেহাদই পূর্ণ ও চূড়ান্ত। তাঁদের পর এ দুয়ার কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। অতএব এ দুয়ার দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে চাইলে তাকে সে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মহান ইমাম চতুষ্টয় (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) এবং তাঁদের পরবর্তী শিষ্যদের দ্বারা তাঁদের কৃত ইজতেহাদ কখনও পূর্ণ ও চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হয়নি— প্রত্যেক পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী মত ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়ে নূতন মত ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইজতেহাদ জগতে এক এক করে চার জন ইমামের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক পরবর্তী ইমাম পূর্ববর্তী ইমামের সহিত একমত হতে পারেননি, একের পর আর এক-জন ইমামের আবির্ভাব এবং অসংখ্য মসলা মাসায়েলে তাঁদের মতানৈক্য একথাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা মানুষের যুক্তিজ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা নূতন অবস্থা ও সমস্যার সমাধানকে স্বীকার করেছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে এ ইঙ্গিতও দিয়ে গেছেন যে, কোন ইমামেরই ইজতেহাদ কুরআন ও হাদীসের ন্যায় পূর্ণ ও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতে পারেনা। শুধু তাই নয়, এই মহান ইমামগণের মধ্যে জ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্র-বিষয়ক নীতি সম্পর্কেও যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের কেউ অন্যান্য মহান ইমামদের মতকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলে মনে করেন নি। এক্ষণে কথা হচ্ছে এই যে, যদি ইমামদের জীবদ্দশাতে অথবা তাঁদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁদের অভিমত ও ইজতেহাদকে সম্পূর্ণ নির্ভুল, চূড়ান্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা না হয়ে থাকে, তবে শত শত বছর পরে যখন নূতন নূতন অবস্থা ও নূতন নূতন সমস্যার নিত্য নূতন সমাধান প্রয়োজন, তখন বারশত বছর আগের মহান ইমামদের ইজতেহাদকে পূর্ণ নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়াকে গোঁড়ামী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? বলা বাহুল্য, মুসলমানদের একটী বিশিষ্ট দলের এই গোঁড়ামী, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অজ্ঞানতাই মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের জন্য মূলতঃ দায়ী।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বেই বলেছি, রসূলে করিমের জীবদ্দশাতেও সাহাবাগণ ইজতেহাদের প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছেন। রসূলে করিমের মৃত্যুর পর খলিফাগণ তাঁদের অধিকাংশ উপদেষ্টার মত নিয়ে নিত্য নূতন অবস্থা ও সমস্যার সমাধান কল্পে নিত্য নূতন নিয়ম ও আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল বা সাহাবা কেরামদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেন নি যে, কোন বিশেষ ইমাম বা যুগের পর হতে আর ইজতেহাদের প্রয়োজন হবে না। এমন কি যে ইমাম চতুষ্টয়ের পর ইজতেহাদের দরজা চাবিকাঠি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের কেউ একথা বলেন নি যে, তাঁদের পর আর কোন মুসলিম স্বাধীন মতামত ব্যক্ত ও স্বকীয় জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলামের মূলনীতি হতে নূতন অবস্থায় নূতন সমস্যার নূতন সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে না। তা ছাড়া, ইসলামিক আইনের শাস্ত্রের উসূল বা মূলনীতি সম্পর্কীয় কোন কেতাবেই এমন উল্লেখ নেই যে এই চার ইমামের পর ইজতেহাদের দরজা বন্ধ থাকবে; বিধায় কোন মুসলমানই স্বীয় জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা কোন নূতন সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার নিত্য নূতন সমাধান করে বিভিন্ন জাতিকে এক মহান মানব জাতিতে পরিণত করার পক্ষে ইজতেহাদ ছিল মুসলমানদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে আশীর্বাদ স্বরূপ। ক্রমবর্ধমান ও প্রগতিশীল মুসলিম জাতির সদা পরিবর্তনশীল অবস্থা ও প্রয়োজনে স্বকীয় যুক্তি-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা নিত্য নূতন সমাধান খুঁজে বের করা স্বর্ণযুগের মুসলমানদের জাতীয় জীবনের একটী বৈশিষ্ট ছিল। ইসলাম-জগতের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর (রাঃ) যখন দেখতে পেলেন যে, তালাকের ব্যাপারে মুসলমানগণ অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করছেন তখন তিনি একই মজলিসে প্রদত্ত তিন তালককে তিন তালাক বলে পরিগণিত করার হুকুম জারী করেছিলেন। পক্ষান্তরে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এমন কি স্বয়ং হযরত উমরের খেলাফতের প্রথম দু'বছর একই মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলে পরিগণিত করা হত। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) যখন দেখলেন যে, জুমার নামাযে মুসলমানেরা গাফলতি করছেন তখন তিনি পূর্ব হতেই নামাযের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে "তৃতীয় আযানের" প্রবর্তন করলেন। বলা বাহুল্য, এ সবই ছিল সাময়িক প্রয়োজনে যুগোপযোগী ব্যবস্থা যা ইজতেহাদ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল।

এখানে এ কথা বলার প্রয়োজন আছে যে, ইজতেহাদ আর কিয়াস এক কথা নয়; অথবা ইজতেহাদ যে কেবল মাত্র কিয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তেমনও নয়। বরং ইজতেহাদ দ্বারা নির্ভুল, সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য মুজতাহিদ ও ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেসব উপায় ও পদ্ধতির প্রয়োগ করতে বলেছেন কিয়াস তাদের অন্যতম। ইজতেহাদের নির্ভুলতা যাঁচাই করার জন্য কিয়াস ছাড়া আর যে সব পদ্ধতি আছে তাদের মধ্যে "ইস্‌তেদলাল—যুক্তি দ্বারা নূতন নীতির প্রবর্তন, "ইস্‌তেহসান"—সমতা ও ন্যায় এবং ইসতেসলাহ—জণকল্যাণ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে ইসলাম ধর্মের আইন কানুন প্রণয়নে "ইসতেদলাল" "ইসতেহসান" ও "ইসতেসলাহ"র মত প্রগতিশীল উপকরণকে মৌলিক উপকরণ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে মুসলমানদের গোঁড়ামী ও মূর্খতার খপ্পরে পরে আজ সেই ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম বলে উপহাস্যাস্পদ হতে হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

একথা ত' কেউ বলেন নি আর কেউ তা' বলতেও পারেননা যে, হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর পর আর কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হবে না। বরং এ'পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের অপরিসীম চাহিদার ন্যায় উহাদের সমস্যাবলীও সীমাহীন। তাই যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হবেই এবং তার সমাধানও করতে হবে মুসলিম সমাজকে।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের মুস্‌লিম সমাজও বর্তমানে কতিপয় গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার সমাধান যে একান্তভাবে আশু প্রয়োজন হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। পাকিস্তান সরকার উক্ত সমস্যাগুলোর যুগোপযোগী কোর্‌আন ও হাদীস সম্মত সমাধান বের করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন—এটা সত্যই আনন্দের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ না ক'রে পারিনা যখন দেখতে পাই যে কোন কোন মহল কর্তৃক ইস্‌লাম এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে সময় সময় নির্বিচারে এমন সব মতামত ব্যক্ত ও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়—যা হয়ে উঠে ইসলাম এবং ইসলামের মূলেই কুঠারাঘাতের শামিল। ইসলাম সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞানলাভের চেষ্টা না ক'রে মুজতাহিদ সাজবার প্রবণতা এবং ওলামা সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন অথবা বিদ্রূপবাণ বর্ষণের এই বদভ্যাস দূরীভূত না হ'লে সমস্যার সমাধান হবেনা—বরং উহার জটিলতাই বেড়ে চলবে।

আমরা বিশ্বাস করি পাকিস্তানের প্রকট সামাজিক সমস্যা সমূহের আশু সমাধানকল্পে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং উৎসুক। একথা অনস্বীকার্য যে, কোরআন ও হাদীসের আলোকে সামাজিক সমস্যা সমূহের সমাধান করতে হলে সরকার এবং অভিজ্ঞ আলেম সমাজের পারস্পরিক বুঝাবুঝি এবং সহযোগীতা অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রেই ইজতেহাদের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠবে। সুতরাং আমরা আশা করি সমস্যার স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধানের তাকিদে সরকার যোগ্য, অভিজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্মোহনমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিশিষ্ট আলেমগণের সদুপদেশ, পরামর্শ এবং সহযোগিতা অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করবেন এবং আলেম সমাজও উক্ত সমস্যা সমূহের উপযুক্ত সমাধানে তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তা শক্তি সর্বাত্মকভাবে প্রয়োগ করে সরকারী এই শুভ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে এগিয়ে আসবেন।

একটী চাঞ্চল্যকর সংবাদ

কানাডার ক্যাথলিকদের "প্রস্পেক্টর" পত্রিকার ১৯৫৮ সালের অক্টোবর সংখ্যায় এ মর্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, মুসলমান দেশগুলোতে খৃষ্টধর্ম ব্যাপক হারে অগ্রগতি লাভ করছে। সংবাদটীতে পাকিস্তানে খৃষ্ট ধর্মের অগ্রগতির কথা প্রসঙ্গে অত্যন্ত উল্লাসের সাথে বলা হয়েছে যে, "খৃষ্টান চার্চ খৃষ্টধর্ম প্রচারে পাকিস্তানে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। একমাত্র গত বছরেই ৮০০০ মুসলমানকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ৭ কোটী ৮০ লক্ষের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ২ শত ৬৩তে পৌঁছেছে।"

"প্রস্পেক্টর" কর্তৃক উল্লিখিত খবরটী পরিবেশিত হওয়ার বছর দুই পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৫—৫৬ সালে পাকিস্তানে খৃষ্টধর্মের অগ্রগতির তথ্য সঙ্কলিত ক্যাথলিক আসমুনিকের একটী সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে নিম্নোক্ত উক্তি ছিলঃ—"পাদ্রী এবং ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সংখ্যা [illegible], গীর্জার সংখ্যা ৮৭, ধর্মীয় কর্মীদের সংখ্যা [illegible], মিশনারী স্কুলের সংখ্যা ৩৭৭, ছাত্র সংখ্যা ৬৩ হাজার ৪ শত ৬০, বিবিধ প্রতিষ্ঠান ৭২টী এবং [illegible] ক্যাথলিকদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩ শত ২২।"

পাকিস্তানে রোমান ক্যাথলিকদের ঐ সংখ্যা তারা প্রকাশ্যে সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং এর মধ্যে ভুল বা অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা খুব কমই আছে।

পাকিস্তানের খৃষ্টধর্মের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে মিঃ এন্টনী ডি, মুজার বলেছিলেনঃ—

"সংখ্যালঘু খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা আজ শুধু বড় বড় শহর অথবা মফস্বল শহর গুলোতেই সীমাবদ্ধ নেই বরং সমগ্র দেশের গ্রামে গ্রামে এমন কি দরিদ্র পরিবারেও খৃষ্টান শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স এবং আই-নজ্ঞ আছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে [illegible] খৃষ্টান গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে।"

এই ত গেল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে খৃষ্টান-

www.ahlehadeethbd.org

ধর্মের দ্রুত অগ্রগতির ইতিহাস। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ অধিকৃত পাক-ভারতের ১৯৪১ সালের আদমশুমারী হতে জানা যায় যে, বার্মা সমেত সমগ্র ভারতে খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার! এবং এ ৪০ হাজারের মধ্যে যারা ছিলেন তাঁদের প্রায় সমস্তই নির্যাতিত হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা বাংলা দেশের বর্ণ হিন্দু। এদের মধ্যে মুসলমান একেবারেই ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না।

পাকিস্তান একটি জাগ্রত রাষ্ট্র, আলেম সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের বিবিধ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টান মিশনারীরা বিপুল কামিয়াবী অর্জন করেছে, মুসলমানেরা ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ পূর্বক মুরতদ হয়ে চলছে এতে করে এদেশের মুসলমানদের এবং বিশেষ করে গত দশ বছর ধরে যাঁরা এদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাঁদের কি পরিমাণ লজ্জিত হওয়া উচিত তা প্রকাশ করার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা। আমাদের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যদি দেশের কোন নিভৃত কোণে কোন [illegible] মুসলমানও যদি ধর্ম ত্যাগ করেছে অথবা তার স্বধর্ম ত্যাগের সম্ভবনা দেখা দিয়েছে তা'হলে তাতে করে সমগ্র জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রোধ, অভিমান এবং লজ্জায় গোটা জাতির চেহারা রক্তিম হয়ে উঠেছে। দুঃখ ও বেদনায় জাতির সমস্ত দেহ জর্জরিত হয়ে গেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দৈহিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে তাকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য জিদ্দ ও জেহাদে মেতে উঠেছে এবং ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ফুল শয্যায় শয়ন করেও কাঁটার আঁচড় অনুভব করেছে। কিন্তু আজ আমাদের জাতির আত্ম অনুভূতি ও আত্ম-চেতনা এমনিভাবে মরে গেছে যে, মাত্র এক বছরের মধ্যে ৮ হাজার মুসলমানকে মুরতদ হতে দেখেও আমাদের মধ্যে কোন প্রকার অনুভূতিরই সঞ্চার হচ্ছেনা। তবে কি বুঝতে হবে যে, আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যি সত্যিই মৃত্যুর বান ডেকেছে?

এত ব্যাপকহারে মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ১৯৫৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান "ধর্মনিরপেক্ষবাদের" হোতাদের কবলে পড়ে অমানুষিকভাবে নির্যাচিত হয়ে স্বীয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতঃ পাকিস্তানে এসে পড়তে বাধ্য হয় তাদের মধ্যে বহু লা-ওয়ারিশ বালক বালিকা এবং বহু গৃহ সম্পত্তি হারা স্ত্রী ও পুরুষ ছিল। পাকিস্তানের রেডক্রস সোসাইটী এইসব অনাথ বালক-বালিকা এবং দারিদ্র-প্রপীড়িত ক্ষুৎ-পিপাসা-[illegible]রিত নর-নারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং [illegible] ও [illegible] মত ইহাদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করে ফেলে। এভাবে ১৯৫৬—৫৮ অর্থাৎ মাত্র দু বছরের মধ্যে তারা প্রায় বিশ হাজার পাকিস্তানীকে খৃষ্টান বানাতে সক্ষম হয়।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, খৃষ্টান মিশনারীরা যখন বাস্তহারা মুসলমান নর-নারী ও লা-ওয়ারিশ বালক-বালিকাদের সেবা করে তাদের মানস রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করছিল তখন ইসলামের কাণ্ডারী ও মুসলিম রাষ্ট্রে মাথা মুণ্ডের কর্মকর্তারা কোথায় ছিলেন? তাঁরা স্বদেশ হতে বিতাড়িত এইসব গৃহ সম্পত্তিহারা মুসলিম নর নারীর ক্ষুধায় অন্ন এবং রৌদ্র বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করার জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে পারলেন না কেন? তাঁরা কি একথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে, মুসলমানদের নিজস্ব তাহযীব ও তমদ্দুন, কৃষ্টি ও কালচারের হেফাযতের জন্য তাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজন—এই ইস্যুর উপরেই পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু যদি মুসলমানেরা এভাবে ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্মই ত্যাগ করে তা'হলে তাদের নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুন বা থাকবে কোথায় আর তার হেফাজতেরই বা কি প্রয়োজন হবে আর তার জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমিরই বা কি দরকার থাকবে?

www.ahlehadeethbd.org

বর্ষ শেষের নিবেদন

বর্তমান সংখ্যায় **"তর্জুমানুল হাদীসের"** নবম বর্ষের সফর সমাপ্ত হ'ল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরগাহে অগণিত শোকরিয়া আদা করছি। অতঃপর আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের খেদমতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে বিশিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে তর্জুমানের জনক ও প্রতিপালক হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেব (রহঃ) এই মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু এবং দীর্ঘ দিন প্রতিকূলতার দুর্লংঘ্য পাহাড় অতিক্রম করে [illegible] রেখেছিলেন পাঠক বর্গের তা অজানিত নেই। মরহুম মওলানা সাহেবের প্রথম ও অন্যতম প্রধান স্মৃতি এই তর্জুমানকে তাঁর সহকারীবৃন্দ নিয়মিত ভাবে প্রকাশের জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী করে নাই। সে সত্ত্বেও ইহার অনিয়মিত ও বিলম্বিত প্রকাশ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে উঠে নাই। এর প্রধান কারণ তর্জুমানের অবিমিশ্র ইসলামী আদর্শ এবং সেই আদর্শ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উহার গুণগত মান সংরক্ষণ করে এর কলেবর পুষ্ট করার জন্য যে ধরণের লেখার প্রয়োজন তার একান্ত অভাব। অন্যান্য যেসব ক্রটী বিচ্যুতির জন্য পাঠক মনে মাঝে মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কেও ইহার খাদেম বৃন্দ সম্যক ওয়াকেফহাল।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে উপরোক্ত অবস্থায় তর্জুমান চালিয়ে যাওয়ার সার্থকতা কি? এর উত্তরে অনেক কথা বলার থাকলেও এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই আরজ করতে চাই যে, তর্জুমানের ন্যায় একটি আদর্শ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের চাইতেও বেড়েছে। মুসলিম জগতের সর্বত্র নবজাগরণের সাড়া পড়েছে এবং পাকিস্তানও নীরবে বসে নেই। কিন্তু মুসলিম জাহানের এই পার্থিব অগ্রগতির সঙ্গে রূহানী তরক্কী তাল রেখে চলতে পারছেনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক প্রগতি মুসলমানগণের শিক্ষিত মহলের [illegible] বৃহৎ অংশ এবং নওযোয়ানদের প্রায় [illegible] অংশের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ফলে ইসলাম বিরুদ্ধ মতবাদ ও জীবন পদ্ধতিকে বিনা বিচারে বিনা পরীক্ষায় বিনা প্রমাণে অবলীলাক্রমে ইসলামের নামে স্বাগতম জানান হচ্ছে। ইসলামী নীতি, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতির স্বরূপ ও মূল্যমান সম্পর্কে একটা ভ্রান্তি জাল সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ অনেক মুসলমানের দৃষ্টি ভঙ্গী ঝাপসা ও অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। অপর দিকে আনন্দ স্ফুর্তি ও ভোগবিলাসের শত উপকরণ নওযোয়ান ও বিত্তবানদের অহরহ লোভনীয় আকর্ষণে প্রলুব্ধ ক'রে তাদের রুচিবোধকে নিদারুণভাবে বিকৃত ক'রে তুলছে।

এই অবস্থায় তর্জুমানের মত আদর্শবাদী পত্রিকাটীকে বাঁচিয়ে রাখা শুধু প্রয়োজন নয় প্রত্যেক ইসলাম দরদী ও সুন্নত অনুসারী মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

তর্জুমান হযরত আল্লামা মরহুমের অন্যতম আমানত। এর জন্য শেষ বয়সের সুদীর্ঘ এক যুগ এবং অমূল্য জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু তিনি দান করেছেন। পবিত্র আমানতের হেফাযত [illegible] বিশেষ দায়িত্ব তাই সামগ্রিক ভাবে গোটা সমাজের এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিক্ষিত আহলে জামাতের। ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যা থেকে তর্জুমানের দশম বর্ষ শুরু হবে। নব বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই [illegible] লামী ভাবাদর্শের বিশিষ্ট লেখকগণের মূল্যবান রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হ'য়ে যথাসময় তর্জুমান প্রকাশিত হবে এবং ইনশা আল্লাহ নিয়মিত ভাবে বাহির হতে থাকবে।

আমাদের বিনীত আরয, যাঁরা তর্জুমানকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন, উহার স্থায়িত্ব কামনা করেন, উহার পরিগৃহীত আদর্শের বহুল প্রচারকে ইসলামের খালেস খেদমত ব'লে বিশ্বাস করেন, তাঁরা অবশ্যই নিজেরা ইহার গ্রাহক থাকবেন অথবা হবেন এবং অপরকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করার জন্য কোশেশ করবেন।

পূর্বপাকিস্তানে অবিমিশ্র কোরআন ও সুন্নাহর এই একমাত্র প্রচার পত্র খানার অস্তিত্বের প্রয়োজন যাঁরা স্বীকার করেন আশা করি তাঁদের নিকট আমাদের আবেদন ব্যর্থ হবে না।

—মুহাম্মদ আবদুল বারী,
সভাপতি, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone 5490

Contents

Regd. No. DA-130

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

নবী মুস্তফার (দঃ) নবুওতের বিভিন্নরূপী বৈশিষ্ট্য, তাঁহার নবুওতের সার্বভৌমত্ব ও চরমত্বের কোরআনী, হাদীসী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য এবং অন্যান্য বহুতথ্য সম্বলিত

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী
মরহুমের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।
সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

অর্থনীতিশাস্ত্রে দুইখানা মূল্যবান অবদান :—

আধুনিক দুনিয়ায় ধন বণ্টনের যে সকল পরিকল্পনা জগদ্বাসীর সম্মুখে সমুপস্থিত করা হইয়াছে সেগুলির তুলনামূলক সমালোচনা এবং এ সম্পর্কে ইছলামের বক্তব্য কি তাহা জানিতে হইলে মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল-কোরায়শী ছাহেব কর্তৃক সংকলিত—

১। ইছ্‌লামী অর্থনীতির ক খ—মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা—মূল্য ৩৭ পয়সা মাত্র।

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র—

অবশ্যই পাঠ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :— আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

Printed & Published by Md. Abdul Bari at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiate Ahle-Hadeeth, 86 Qazi Alauddin Road, DACCA. (East Pakistan)

www.ahlehadeethbd.org